রাঁচি, বৃহস্পতিবার
29:02:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

জাতীয় খবর

বাংলা দৈনিক
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>139 >> 16 Phalgun 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১৩৯ >> << ১৬ই, ফাল্গুন ১৪৩০>>

স্ত্রীকে খুন করে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও শেয়ার

রাজকোট ঃ স্ত্রীকে খুন করে মরদেহে পাশে বসে ভিডিও করলেন স্বামী। তারপর নিজেই সেই ভিডিও হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেছেন। ভারতের গুজরাটের রাজকোটে ঘটেছে এই ঘটনা।ভারতীয় গণমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গুজরাটের রাজকোটের বাসিন্দা অম্বিকা জিরোলি ও তার স্বামী গুরুপা। তাদের দুই সন্তান রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঘরেই স্ত্রীকে খুন করে গুরুপা। এর পরই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি ভিডিও শেয়ার করে। সেখানেই জানায় স্ত্রীর পরকীয়া ও দাম্পত্য কলহের কথা। অভিযুক্ত স্বামীর দাবি, তারই বন্ধুর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন স্ত্রী। যা জানাজানি হওয়ার পরই সমস্যার শুরু। এক পর্যায়ে প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছাড়তে মরিয়া হয়ে ওঠেন অম্বিকা। এদিকে স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখতে চাইছিলেন যুবক। কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন সন্তানের বোর্ড পরীক্ষা। অভিযুক্তের দাবি, পরীক্ষা শেষের পর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে কথা মানতে চাননি অম্বিকা। সেই রাগেই স্ত্রীকে খুন করেন। এরপর নিজেই খবর দেন পুলিশে। পুলিশ গিয়ে গ্রেপ্তার করে তাকে।

বাজার দর
SENSEX : 72304.88 -790.34
NIFTY : 21951.15 -247.20

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	15.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .51 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .11 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 62,370 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 77,700 টাকা./কিলো

আবারও রাজপথে ইমরান খানের দল

লাহৌর ঃ পাকিস্তানে দেশজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তানি তেহরিক ই ইনসাফ (পিটিআই)। আগামী ২ মার্চ তারা এই বিক্ষোভ করেন।

৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পাকিস্তানে সাধারণ পরিষদের নির্বাচনের ৬০ ঘণ্টা পর প্রকাশিত ফলে দেখা যায়, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছেন ১০২টি আসন, পাকিস্তান মুসলিম লিগ নওয়াজ (পিএমএল এন) ৭৪টি এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ৫৪টি। এ ছাড়া মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট পাকিস্তান (এমকিউএম) ১৭ আসনে জয়ী হয়েছে। অন্য দলগুলো পেয়েছে ১৭টি আসন। পাকিস্তানে সরকার গঠনের জন্য প্রযোজন ১৩৪ আসন। কিন্তু কোনো দলই এই সংখ্যায় না পৌঁছানোয় জোট সরকার গঠনের পদক্ষেপ নেন দেশটির রাজনীতিবিদরা।

নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও ভোট কারচুপির অভিযোগ করে আসছে পিটিআই। দলটির দাবি, অনেক আসনে তাদের সমর্থিত প্রার্থীকে ফল পরিবর্তনের মাধ্যমে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার আদিয়ালা কারাগারে বন্দি পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী ওমর আইয়ুব ৮ ফেব্রুয়ারির ভোটে বড় ধরনের কারচুপির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ করবে পিটিআই। আদিয়ালা কারাগারের বাইরে প্রথম আরেক সংবাদ সম্মেলনে পিটিআইয়ের কেন্দ্রীয় নেতা শের আফজাল মারওয়াত বলেছেন, দলের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান শনিবার (২ মার্চ) সারা দেশে বিক্ষোভ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কলকাতায় তেলের ট্যাংকার উল্টে আগুন

কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় একটি তেলের ট্যাংকার উল্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এখন পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয়রা জানান, তেলের ট্যাংকারটি তীব্র গতিতে আসছিল। তার একটি টায়ার ফেটে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্যাংকারটি সামনে দাঁড়ানো একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে ও উল্টে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তেল ছড়িয়ে পড়ে এবং ট্যাংকারে আগুন ধরে যায়।

রাস্তার পাশেই একটি বাড়িতে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে সেই বাড়িতে কেউ ছিলেন না। নিচে একটি দোকান ছিল। সেই দোকানসহ বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে যায়। রাস্তা ও বাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। ঘন কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় চারপাশ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বুধবার সকালেই এই ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। বাড়িটি পরিত্যক্ত ছিল। সেখানে কেউ থাকতেন না। না হলে আরো অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত।

দুর্ঘটনার পরই আশপাশের বাড়িগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ বাড়ির বাইরে চলে আসেন। স্থানীয়দের নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে দুইটি ফায়ার ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। তারপর আরো ৮টি দমকল সেখানে যায়। দুই ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করার পর তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রথমে পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়। তারপর ফোম ব্যবহার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ট্যাংকারের চালক অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। ট্যাংকারটিতে চালক ছাড়া আর কেউ ছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও জানাতে পারেনি পুলিশ। তারা জানান, আগুন লাগার পর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দমকলকর্মীরা তাদের কাজ শেষ করার পর তা আবার খুলে দেয়া হয়েছে।

দুর্নীতি মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তার স্ত্রী দোষী সাব্যস্ত

লাহোর ঃ ঘুষ হিসেবে জমি নেয়ার অভিযোগে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে দেশটির দুর্নীতি বিরোধী আদালত। রাজধানী ইসলামাবাদের নিকটবর্তী একটি কারাগার কেন্দ্রে এই বিচার প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছিল ওই কারাগারে ইমরান খান দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস এবং প্রতারণামূলক বিবাহসহ একাধিক অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে গত আগস্ট থেকে দীর্ঘ সাজা ভোগ করছেন। ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ বা পিটিআই মঙ্গলবারের অভিযোগের নিন্দা জানিয়ে বলেছে, তাদের কাছে অভিযোগ পড়ে শোনানোর পর এই দম্পতি নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছেন এবং আগের সব অভিযোগের মতোই এগুলোকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

সর্বসাম্প্রতিক দুর্নীতির মামলাটি অলাভজনক দাতব্য সংস্থা আল কাদির বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টকে কেন্দ্র করে। ২০১৮ সালে দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক মাস পরে ইমরান খান ও তার স্ত্রী এই ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, পাকিস্তানের অন্যতম ধনী ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী মালিক রিয়াজ হুসেনের কাছ থেকে স্কুলের জন্য মূল্যবান জমি পাওয়ার জন্য এই ট্রাস্ট ছিল ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর একটি লোক দেখানো উদ্যোগ। প্রসিকিউটররা বলছেন, জমির বিনিময়ে ইমরান খানের কাছ থেকে রিয়াজ কিছু অবৈধ সুবিধা পেয়েছিলেন। তাদের অভিযোগ, অর্থ পাচারের মামলায় রিয়াজের ২৪ কোটি ডলারের সম্পদ নিস্পত্তির ব্যাপারটি এর সাথে জড়িত ছিল। পিটিআই মঙ্গলবারের এক বিবৃতিতে ইমরান খানের ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগকে 'তুচ্ছ' অজুহাত বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। পিটিআই বলেছে, দান করা জমি কোনোভাবেই ইমরান খানের উপকারে আসে না কারণ এটি একটি দাতব্য সংগঠন। ৭১ বছর বয়সী এই রাজনীতিবিদ ও তার স্ত্রী বুশরা বিবি উভয়েই দুর্নীতি সম্পর্কিত একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁরা ১৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তিনি এই দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন। এই দণ্ডের অধীনে তাকে ১০ বছরের জন্য জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নেয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গাজায় যুদ্ধবিরতি না হলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ প্রায় নিশ্চিত, বলছে জাতিসংঘ

গাজা ঃ মঙ্গলবার জাতিসংঘের বেশ কয়েকজন মানবিক কর্মকর্তা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, গাজা ভূখণ্ডে যুদ্ধ শিগগিরই বন্ধ না হলে দুর্ভিক্ষের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। জাতিসংঘের মানবিক কার্যালয়ের সমন্বয় বিভাগের পরিচালক রমেশ রাজাসিংহাম বলেছেন, এখনি কিছু না করা হলে, গাজায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ প্রায় অনিবার্য। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, এই সংঘাতে গত অক্টোবর থেকে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ নিহত এবং ৭০ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে। সংখ্যাটি আরও অনেক বেড়ে যাবে। এই যুদ্ধে ক্ষুধাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই মর্মে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যেই আলজেরিয়া, গায়ানা, স্লোভেনিয়া এবং সুইজারল্যান্ডের সদস্যদের অনুরোধে, জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের বৈঠকে তিনি ভাষণ দেন। রাজাসিংহাম আরও বলেন, গাজার অন্তত ৫ লাখ ৭৬ হাজার মানুষ অপর্যাপ্ত মানবিক খাদ্য সহায়তার ওপর নির্ভর করছে। দুর্ভিক্ষ থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে অবস্থান করছে তারা। এদিকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির উপনির্বাহী পরিচালক কার্ল স্কাউ বলেছেন, গাজার শিশুদের অপুষ্টির মাত্রা বিশ্বের যে কোনো জায়গার চেয়ে খারাপ। এখানে, দুই বছরের কম বয়সী, প্রতি ছয়টি শিশুর মধ্যে একটি শিশু তীব্র অপুষ্টির শিকার। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহকারী মহাপরিচালক মৌরিজিও মার্টিনা, যুদ্ধ কিভাবে খাদ্য সরবরাহ চেইনকে প্রভাবিত করেছে তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ইসরাইল গাজার কৃষকদের তাদের নিজেদের জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। বোমাবর্ষণে ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে, একই সাথে গবাদি পশু, হাস মুরগীও না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। তাছাড়া মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যুদ্ধের প্রভাবে ভূগর্ভস্থ পানিও দূষিত হচ্ছে। ফলে সবকিছু অচিরেই ধ্বসে পড়তে যাচ্ছে বলে তিনি মনে করছেন। মার্টিনা বলেন, ২০২৪ সালের মে মাসের মধ্যে উত্তরাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন কমে যাবে। অধিবেশনের আগে কাউন্সিলে পাঠানো হোয়াইট নোট নামে পরিচিত একটি স্মারকলিপিতে জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বলেন, দুর্ভিক্ষ এড়াতে প্রযোজনীয় সরবরাহের পাঠানোর বেলায় তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাধা মোকাবেলা করে চলেছেন। তিনি মনে করেন, গাজায় ত্রাণ প্রবাহ অনিশ্চিত ও অপর্যাপ্ত। ইসরাইল গাজায় ত্রাণ সরবরাহে বাধা দেয়া বা সীমিত করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

যুদ্ধবিরতি ইসরাইলের দাবী, তারা ১২ হাজার হামাস যোদ্ধাকে হত্যা করেছে

গাজায় আগামী সপ্তাহে যুদ্ধবিরতির আশা করছেন বাইডেন

গাজা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগামী সপ্তাহের শুরু নাগাদ গাজায় যুদ্ধবিরতির একটি আশা দেখতে পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। নভেম্বরের পর এই প্রথম একটি যুদ্ধবিরতির জন্য বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি কাজ করে যাচ্ছে।

বাইডেন নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের বলেন,আমার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আমাকে জানিয়েছেন, আমরা বিষয়টির অনেকটাই কাছাকাছি আছি। তবে চূড়ান্ত হয়নি। আশা করছি, আগামী সোমবারের মধ্যেই এই বিষয়টির নিস্পত্তি ঘটবে,যুদ্ধবিরতি হবে।

আলোচকরা ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে কাজ করছেন। এই চুক্তিতে গাজায় হামাসের হাতে জিম্মি ইসরাইলি বন্দীদের মুক্তির সাথে সাথে ইসরাইলে আটক ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

তাছাড়া গাজায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে জড়িত শতাধিক পরিবহন ট্রাকের চলাচলের ব্যাপারটিও চুক্তির মধ্যে থাকবে। যদিও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, সাময়িক যুদ্ধবিরতি হলেও ইসরাইল হামাসকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংসের পরিকল্পনা থেকে পিছপা হবে না। তারা দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফা শহরে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন আনবে না।

রাফায় যারা বসবাস করছেন তাদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে গাজার অন্যান্য অংশ থেকে পালিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। নতুন করে সেখানে আক্রমণের আশংকা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শংকা তৈরি করেছে। মঙ্গলবার সম্প্রচারিত এনবিসির লেট নাইট উইথ সেথ মেয়ার্স অনুষ্ঠানে বাইডেন বলেন যে রাফায় আক্রমণের গতি কমিয়ে দিয়েছে ইসরাইল। সেখানে অভিযান চালানো এবং অবশিষ্ট হামাস সদস্যদের নিশ্চিহ্ন করা আগে শহরের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানুষকে যাতে সরিয়ে নেয়া যায়, তারা সেটা দেখবে ।

যদিও নেতানিয়াহু তার সোমবারের বিবৃতিতে রাফা আক্রমণের আগে ফিলিস্তিনিদের কোথায় পাঠানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলেননি। এদিকে, মিশর তাদের সীমান্ত খুলবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরাইলে ১২০০ জন নিহত হলে ইসরাইলের পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। তাদের পালটা আক্রমণে, হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে, গাজায় প্রায় ৩০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। তাছাড়া, ইসরাইলের এই অভিযানে ৭০ হাজার ২০০ জনেরও বেশি লোক আহত হয়েছে। ইসরাইলের দাবী, তারা ১২ হাজার হামাস যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

ছেলে ধরা সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনির ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা

মালদা ঃ ছেলে ধরা সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনির ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো মানিকচক থানার মথুরাপুর গোয়ালপাড়া এলাকায়। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে ব্যাপক লাঠিচার্জ করতে হয় বলে অভিযোগ। বুধবার রাতের এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোয়ালপাড়া এলাকায়। যদিও পরে মানিকচক থানার পুলিশ আধমরা অবস্থায় গণপিটুনির হাত থেকে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। তাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মথুরাপুর গোয়ালপাড়া এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল কয়েকজন ব্যক্তি। তাদেরকে কিছু মানুষ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হতেই দুইজন পালিয়ে গেলেও একজন ধরা পড়ে যায়। এরপরই শুরু হয় গণধোলাই। কয়েকশো মানুষ ছেলে ধরা সন্দেহে ওই ব্যক্তিকে পেটাতে শুরু করে। যদিও কিছু মানুষ গণপিটুনি হাত থেকে অজ্ঞাত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। পরে মানিকচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। শুরু হয় লাঠিচার্জ । পুলিশের লাঠিচার্জের জেরে ছত্রভঙ্গ হয় উত্তেজিত জনতা। এরপরই ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হায়দ্রাবাদে কোন এক জায়গায় কাজে গিয়ে মৃত্যু হয় বিমল হালদারের

মালদা ঃ ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল মালদহের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। পরিবার পরিজন সিমাহীন দুঃখ আর নেমে এসেছে শোকের ছায়া।বৃহস্পতিবার সকালে হবিবপুর থানার আইহো অঞ্চলের সোনার পাড়ায় মৃত্যদেহ আনতেই পরিবার সহ এলাকাবাসী মধ্যে নেমে আসে শোকে ছায়া।

এবিষয়ে আইহো অঞ্চলের উপ প্রধান দীপক সাহা জানান সম্প্রতি,হায়দ্রাবাদে কোন এক জায়গায় কাজে গিয়ে মৃত্যু হয়।বিমল হালদার (৪৯)পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যায় সংসার চালাতে।জানতে পারা যায় হায়দ্রাবাদে কাজে গিয়ে তাকে মার্ডার করা হয়েছে এমনই খবর পেয়ে উপপ্রধান হবিবপুর থানা আইসির সঙ্গে কথা বলেন এবং সব রকম সহযোগিতা করার জন্য জানিয়েছেন, হবিবপুর থানার আই সি,হায়দ্রাবাদের ঐ এলাকার পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে মৃতদেহ ফেরানো হচ্ছে এছাড়াও এই মাডার সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত রয়েছে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জানানো হয়েছে।উপপ্রধান আরো জানান ওই পরিবারে তার দুটো ছেলে মেয়ে রয়েছে এবার সংসার কিভাবে চলবে এই নিয়ে রাজ্য সরকারের যে পরিচয় শ্রমিকের যে দুই লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা রয়েছে ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন উপপ্রধান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার সকালে মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম বিমল হালদার বয়স (৩৯)বাবার নাম জগত হালদার বাড়ি হবিবপুর থানা আইহো অঞ্চলের, সোনারপাড়া এলাকায়। হায়দ্রাবাদে কোন এক জায়গায় কাজে গিয়েছিল সেখানেই মার্ডার করা হয়েছে বলে অনুমান পরিবারের, এই নিয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

খড়িবাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ খড়িবাড়ির প্রসাদু জোতে বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।প্রসঙ্গত, ভোররাতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় বাড়ির সমস্ত ঘর সহ ১ লক্ষ টাকা ও একাধিক নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।আহত হন বাড়ির মালিক।খবর পেয়ে এদিন পরিবারটির সঙ্গে দেখা করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সঙ্গে ছিলেন মহকুমা পরিষদের কর্মাদক্ষ কিশোরী মোহন সিংহ সহ অন্যান্যরা।মহকুমা পরিষদের তরফে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারটিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন সভাধিপতি।

ধৃতকে তোলা হল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির পানিট্যাংকি ফাঁড়ির অন্তর্গত এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে ওই বাড়ির পরিচারিকার স্বামীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পানিট্যাংকি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতকে তোলা হল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে।

জানা যায়, গত ১৪ ই ফেব্রুয়ারি ওই বাড়ির কর্ত্রী অন্তরা সাহা ও তার পরিবার তার বোনকে বাড়িতে রেখে কর্মসূত্রে বাইরে যায়। তাদের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত বাতাসী দাস নামে এক মহিলা। অভিযোগ, বাড়িতে অন্তরা দেবী না থাকার সুযোগে বাড়িতে থাকা সোনা ও রুপোর গয়না চুরি করে বাতাসীর স্বামী কেশব বর্মন। পরবর্তীতে বাড়ি ফিরে এসে অন্তরা দেবী দেখতে পান তার গয়না নির্দিষ্ঠ জায়গায় নেই। তারপরেই ২০ ফেব্রুয়ারি পানিটাঙ্কি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করে কেসবকে নিরঞ্জন নগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, কেশব ও বাতাসী মাথাভাঙার বাসিন্দা। শিলিগুড়ির নিরঞ্জন নগর এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে থাকে তারা। কেশব চুরির গয়নাগুলি ভেঙে অল্প অল্প করে বিক্রি করা শুরু করেছিল। সেই গয়না বিক্রি করে সে ৩৬০০০ টাকা পায়। নিরঞ্জন নগর এলাকার ভাড়া বাড়ি থেকে সেই টাকা ও বাকি গয়না উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন আদালতে পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পানিটাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে 'শিল্পী মিলন উৎসব'

শিলিগুড়ি ঃ বেঙ্গল স্টেজ পারফরম্যান্স গিল্ট নর্থ বেঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির বৃন্দাবন গার্ডেনে আয়োজিত করা হবে শিল্পী মিলন উৎসব। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান আয়োজক সংস্থার সদস্যরা। এই মিলন উৎসবে গোটা উত্তরবঙ্গ থেকেই শিল্পীরা যোগদান করবেন, এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে সংগঠনের দায়িত্বে থাকা বিশিষ্ঠ সংগীতশিল্পী নচিকেতা, বাংলা চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা শিল্পী সুমিত গাঙ্গুলি ও বাংলা সিরিয়ালের অভিনেত্রী সিঞ্জিনি চক্রবর্তী

চুরি যাওয়া বহুমূল্যবান ১৬টি সাইকেল উদ্ধার করলো বাগডোগরা থানার পুলিশ।ঘটনায় গ্রেফতার ৫ জন

বাগডোগরা ঃ জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বাগডোগরা থানা পুলিশের কাছে খবর আসে যে সিংহিঝোড়া এলাকায় ৫ যুবক ৫ টি দামি দামী সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছে।এরপরই অভিযান চালিয়ে সাইকেল সহ ওই পাঁচ যুবককে আটক করে পুলিশ।তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কথায় অসঙ্গতি মেলে।এরপরই তাদের বাগডোগরা থানায় নিয়ে আসা হয়।পরবর্তীতে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা জানায় যে বিভিন্ন জায়গা থেকে সাইকেলগুলি চুরি করেছে তারা।এরপরই গ্রেফতার করা হয় ৫ যুবককে।ধৃতদের নাম রনিত লোহার, রবি ওঁরাও, যুগল বরাইক,করণ লোহার ও বিশাত ওঁরাও।বাগডোগরার কমলপুর চা বাগান এলাকার বাসিন্দা তারা। পরবর্তীতে বাগডোগরার বিভিন্ন এলাকা থেকে আরও ১১ টি সাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ।উদ্ধার হওয়া ১৬ টি সাইকেলের বাজারমূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাগডোগরা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে সাইকেল চুরি করে শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা এছাড়াও নেপালেও বিক্রি করতো ধৃতরা।অভিযুক্তদের আজ শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

মালদা ঃ ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার সাত সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে মালদার পুখুরিয়া থানার মাদিয়াঘাট এলাকায়। ঘটনার জেরে এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার করে। অন্যদিকে পুলিশ ঘাতক গাড়িটিকে আটক করলেও চালক পলাতক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম পাতানু শেখ(৭০)। মাদিয়া ঘাট এলাকারই বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সাতসকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানে গিয়েছিলেন। আর সেখান থেকে ফেরার পথে একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির। ঘাতক ট্রাকটি মালদা শহরের দিক থেকে নাদিয়া ঘাট হয়ে রতুয়ার দিকে যাচ্ছিল বলে জানা যাচ্ছে। ট্রাক চালক পালিয়ে গেলেও পুলিশ ঘাতক ট্রাককে ধরে ফেলে। পাশাপাশি দেহ উদ্ধার করে হেফাজতে নেই পুলিশ।

আগুনে পুড়লো বাড়ির নথিপত্র সহ একাধিক জিনিসপত্র

খড়িবাড়ি ঃ ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ঘটনা আগুনে পুড়লো বাড়ির নথিপত্র সহ একাধিক জিনিসপত্র। এদিন ভোরে আনুমানিক দুইটা নাগাদ খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন প্রসাদু জোতে মানিক বর্মনের বাড়িতে অগ্নিকান্ডে ঘটনা ঘটে। তবে প্রথম দিকে বুঝে উঠতে না পারলেও ,পরে বাড়ির গবাদিপশুর আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে আগুন দেখতে পান মানিক । এরপর মানিকের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তবে আগুনের তীব্রতা জেরে তৎক্ষনে বাড়ির ৩টি শোয়ার ঘর , এবং একটি জিনিসপত্র রাখার ঘর সহ প্রায় ১লক্ষ টাকা ও নথিপত্র পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাড়ির শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হন মানিক । বর্তমানে নকশালবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । পরে ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । তবে স্থানীয়দের অনুমান, সট সার্কিটের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। গোটা ঘটনার আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা । অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে যাচ্ছে সিংহীর সীতা নামের মামলা

শিলিগুড়ি ঃ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে যাচ্ছে সিংহীর সীতা নামের মামলা। বৃহস্পতিবার সিংহী মামলার শুনানীর পর এই নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি সৌগত ভাট্টাচার্য। বিচারপতির নির্দেশ অনুযায়ী এদিন বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষ সিংহীর নাম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আদালতে রিপোর্ট পেশ করে। শুনানীর পর সার্কিট বেঞ্চের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরি জানান, সিংহীর নামকরণ বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষ করেনি। ত্রিপুরা থেকেই এই নামে এসেছে। তবে রাজ্য সরকার সিংহ ও সিংহীর নাম পরিবর্তন করে দেবে। মামলাকারীদের পক্ষ থেকে আইনজীবী সুদীপ্ত মজুমদার বলেন, অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরি রাজ্য সরকারের কাছে নাম বদলের প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই সিংহীর নাম যদি পরিবর্তন করা হয় তাহলে এই মামলাই উঠে যাবে। উল্লেখ্য, গত ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা থেকে দুটি সিংহ ও সিংহী বেঙ্গল সাফারি পার্কে নিয়ে আসা হয়েছিল। তখন তাদের নাম সীতা ও আকবর বলে প্রচার করা হয়। যদিও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্তৃপক্ষ সীতা নাম পরিবর্তন চেয়ে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করে। বুধবার মামলা শোনার পর বেঙ্গল সাফারি পার্কের কাছে নামকরণ নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছিলেন বিচারপতি। সেই রিপোর্ট আজ জমা পড়ার পর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলা স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের তরফে সিংহ ও সিংহীর নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে বলে জানান অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরি।

প্রণামী বাক্স ভেঙে প্রনামির টাকা চুরি ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়

কোচবিহার ঃ কোচবিহার তিন নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত অমর্তলা চড়ক পূজার মন্দির থেকে প্রণামী বাক্স ভেঙে প্রনামির টাকা চুরি ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা রতন কুমার পাল বলেন, প্রতিদিনের মতো এই দিন সকালে তিনি মন্দিরের দরজা খুলে লাইট বন্ধ করার সময় দেখতে পান প্রণামি বাক্স সঠিক জায়গায় নেই। বাক্স টির তালা ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। তখনই এলাকাবাসী দের খবর দেয় এবং বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। ইতি মধ্যেই কোচবিহার কোতোয়ালী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রতিবেশীর সঙ্গে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে দীর্ঘ চার মাস ধরে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

আলিপুরদুয়ার ঃ প্রতিবেশীর সঙ্গে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে দীর্ঘ চার মাস ধরে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বেংকান্দি এলাকার ললিত মাঝি (৩৭) নামে এক ব্যক্তির।দীর্ঘদিন যোগাযোগের চেষ্টার পর কোনো খোঁজ না পাওয়ায় অবশেষে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয় পরিবার। ফালাকাটা থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে খবর। ঘটনায় দুশ্চিন্তায় রয়েছে ললিতের মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তান সহ পরিবারের সদস্যরা।

সন্তু পান গ্রেপ্তারের ঘটনায় গণস্বাক্ষর করে ডেপুটেশন দিল মালদার সাংবাদিক মহল

মালদা ঃ সন্দেশখালিতে সাংবাদিক সন্তু পান গ্রেপ্তারের ঘটনায় গণস্বাক্ষর করে ডেপুটেশন দিল মালদার সাংবাদিক মহল। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা জেলার সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এবিষয়ে প্রতিবাদ মিছিল করা হয় । পরে মালদা কালেক্টরেট ভবনে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়ার কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই ডেপুটেশনের কপি জেলাশাসকের হাতে তুলে দেন মালদার প্রবীণ সাংবাদিক অভিজিৎ চৌধুরী।

এদিন প্রায় ১০০ জন সাংবাদিক সন্তু পানের নিঃস্বার্থ মুক্তির দাবিতে মালদা প্রেস কর্নারের সামনে থেকে মৌন মিছিল করেন। পরে ডেপুটেশন দেওয়া হয় জেলাশাসকের কাছে।

কামতাপুরী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের দাবিতে কোচবিহার জেলা শাসক দপ্তরে স্মারকলিপি

কোচবিহার ঃ পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠনের দাবিসহ কামতাপুরী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের দাবিতে কোচবিহার জেলা শাসক দপ্তরে স্মারকলিপির প্রদান করল অল কামতাপুর স্টুডেন্টস organization এদিন কোচবিহার শহরে মিছিল করার পাশাপাশি দুপুর দুটো নাগাদ কোচবিহার জেলা শাসক দপ্তরে উপনীত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে জেলা শাসক দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা। এ দিনের মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন kpp নেতা কংসরাজ বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকেরা। এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে অলকামতাপুর স্টুডেন্টস organization এর পক্ষ থেকে কি জানানো হয়েছে শুনে নেব

রাজ্য জুড়ে নারী নিরাপত্তার দাবিতে আজ কোচবিহার পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও

কোচবিহার ঃ সন্দেশখালীতে নারীদের উপর নির্যাতন এর প্রতিবাদে এবং রাজ্য জুড়ে নারী নিরাপত্তার দাবিতে আজ কোচবিহার পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবিভিপির সদস্যরা। পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে এবিভিপির সদস্য। পুলিশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে রাস্তায় বসে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি প্রধান করতে না পেরে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনেই স্মারকলিপির কপি পুড়িয়ে ফেলে এবিভিপির সদস্যরা।

বেহাল রাস্তার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ

মালদা ঃ বেহাল রাস্তার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাজোল ব্লকের কচুয়া অধ্যুষিত আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দারা এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ভিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে গাজোল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কচুয়া অধ্যুষিত আদিবাসী পাড়ার কয়েক কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল । কিন্তু তারপরও কোন কাজ হয় নি । ফলে রাস্তার সংস্কারের দাবিতে এই বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন জানিয়েছেন, পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিভিন্ন এলাকার রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবির কথা শুনেছি। খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করা হবে।

গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের দাবি সঠিক । ওই এলাকার রাস্তা দ্রুত যাতে সংস্কার করা হয়, সে ব্যাপারেও প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

অনেকটা কদমফুল আকৃতির মিষ্টি মালদার রস কদম্ব। একসময় নবাব থেকে ব্রিটিশদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল মালদার রসকদম্ব

মালদা ঃ অনেকটা কদমফুল আকৃতির মিষ্টি মালদার রস কদম্ব। একসময় নবাব থেকে ব্রিটিশদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল মালদার রসকদম্ব। কথিত আছে যে, স্বাধীনতার আগে থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মালদায় এসে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এই মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ করে গিয়েছেন। প্রাচীনকালের এই মিষ্টি আজও মানুষের কাছে স্বাদে ও গুনে ভরপুর রয়েছে । সেই রসকদম্ব মিষ্টিকেই জিআই তকমার দাবি জানিয়েছেন মালদার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী মহল। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সংগঠন থেকে প্রশাসনের কাছেও এই মিষ্টির জিআই তকমা দেওয়া হোক বলে দাবি জানিয়েও আবেদন জানানো হয়েছে।

মালদা জেলা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির এক সদস্য রাজীব দাস বলেন, এই মিষ্টি মালদার জনপ্রিয়। মূলত পোস্ত ব্যবহার করে এবং ক্ষীরের প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয় রসকদম্ব। শুধু এই রাজ্যই নয় , দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিদেশেও এই মিষ্টি নিয়ে যান অনেকেই । প্রসিদ্ধই এই মিষ্টিকে যাতে জিআই তকমা দেওয়া হয়, সেই দাবি আমরা প্রশাসনের কাছে করেছি।

বলাবাহুল্য, দেখতে ঠিক কদম ফুলের মতো। এই মিষ্টির নামের সঙ্গেও কদম যোগ রয়েছে। আর পাঁচটা মিষ্টির থেকে এই মিষ্টির স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ একটি মিষ্টির মধ্যেই তিন রকম মিষ্টির স্বাদ পাওয়া যায়। রসগোল্লা, ক্ষীর ও চিনি একটির মধ্যেই তিনটি মিষ্টির আলাদা আলাদা স্বাদ পাওয়া যায় রসকদম্বে। তাই তো রসকদম্বের চাহিদা গোটা দেশ জুড়ে। শুকনো এই মিষ্টি এক সপ্তাহ রেখে খাওয়া যায়। মালদা জেলা জুড়ে এই মিষ্টি পাওয়া যায়। আকার অনুযায়ী মিষ্টির দাম। ১০ টাকা থেকে ২০ টাকা পিস হিসাবে বিক্রি হচ্ছে বর্তমান বাজারে। রকসদমের জন্য মালদা জেলার খ্যাতি ছড়িয়েছে দেশ থেকে বিদেশেও।

ইংরেজবাজার শহরের মধ্যমপুর এলাকার মিষ্টি ব্যবসায়ী গৌড় দাস জানিয়েছেন, এই মিষ্টি তৈরির পদ্ধতিও একটু অন্যরকম। প্রথমে ছানার রসগোল্লা তৈরী করা হয়। তবে এই রসগোল্লার আকার অনেক ছোট হয়। একদিন রসে ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপর ক্ষীর ও চিনি দিয়ে পাক তৈরি করা হয়। রসগোল্লার ওপরে ক্ষীরের মোটা আস্তরণ দিয়ে গোলাকার তৈরি করা হয়। তার উপরে দেওয়া হয় পোস্ত। বিশেষ পদ্ধতিতে পোস্তর উপর চিনির আস্তরণ তৈরী করা হয়। পরে পোস্ত দেওয়া হয়। এখন অনেকেই সরাসরি পোস্তর দানা উপরে দিয়ে থাকে। এই ভাবেই তৈরি হয় রসকদম্ব। পোস্তর দানা ওপরে থাকায় দেখতে কদম ফুলের মত লাগে এই মিষ্টি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বিশেষ মিষ্টি পাওয়া যায়। মালদা জেলার রসকদম সেই তালিকায় রয়েছে।

মালদা জেলা, মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বাসাক জানিয়েছেন, রসকদম্বের জন্যই মিষ্টি প্রেমীদের কাছে বিখ্যাত মালদা জেলা। মিষ্টি ব্যবসায়ীরা যে দাবি করেছেন তা সঠিক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু কারিগরি শিল্পের ওপর জিআই তকমা দিচ্ছে সরকার । আমরাও চাই মালদার বিখ্যাত রসকদম্বের জিআই তকমা দেওয়া হোক।

রিজার্ভ ব্যাংকের সামনে নোট বদলের জন্য দীর্ঘ লাইন, সকাল সকাল রণক্ষেত্র হয়ে উঠল শহর কলকাতা

কলকাতাঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে আজ, বৃহস্পতিবার সকালে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে ছড়াল উত্তেজনা । দ্বন্দ্বর জেরে পরিস্থিতি শেষপর্যন্ত হাতাহাতিতে গড়ায়। এদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে ২০০০ টাকার নোট বদলির লাইনকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সূত্রপাত বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ, নোট বদলির জন্য যারা লাইনে দাঁড়াতেন তাদের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে মাথাপিছু নিতেন কংগ্রেসের কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক। অন্যদিকে কংগ্রেসের অভিযোগ, তৃণমূলের তরফ থেকে এখানে টাকা তোলা হত এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতারা চড়াও হতেন । এই বিষয়কে সামনে রেখেই আজ দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। কার্যত হাতাহাতিতে পৌঁছয় পরিস্থিতি। ঘটনায় তৃণমূল এবং কংগ্রেসে উভয় পক্ষেরই একাধিক কর্মী আহত হয়েছেন এবং বেশ কিছু জনকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।আগের থেকে কিছুটা হলেও স্থিতিশীল এখনকার পরিস্থিতি।

আজকের দিনটি

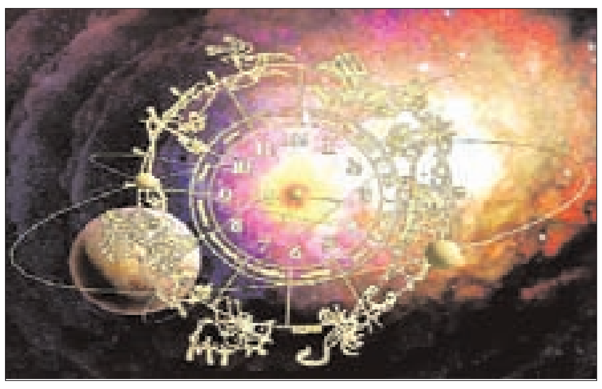

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নিহত চার শিশুর পরিবারের হাতে ২ লক্ষ্য টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলো জেলা শাসক

চোপড়া ঃ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে চোপড়ার চেতনাগছ এলাকায় নিহত চার শিশুর পরিবারের হাতে ২ লক্ষ্য টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলো জেলা শাসক। শুক্রবার দুপুরে উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা চোপড়ার চেতনাগছ এলাকায় আসেন। উপস্থিত ছিলেন চোপড়া বিধায়ক হামিদুল রহমান, মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল সাহিদ, চোপড়ার বিডিও সমীর মন্ডল, চোপড়ার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কনিকা ভৌমিক, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ একাধিক নেতৃত্বরা। এদিন নিহত চার শিশুর পরিবারের হাতে দুই লক্ষ্য টাকা করে চেক তুলে দেওয়া হয়।

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্ত নিয়ে প্রশ্ন রোগীদের শৌচাগারে ঢুকে মহিলাদের ছবি তোলার অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে

মালদা ঃসুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্ত নিয়ে প্রশ্ন রোগীদের শৌচাগারে ঢুকে মহিলাদের ছবি তোলার অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে। মালদার চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি হাসপাতালের ঘটনায় চাঞ্চল্য।মহিলাদের শৌচকর্মের দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করার অভিযোগ।এই ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।গোটা ঘটনা নিয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছে রোগীর পরিবার। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে চাঁচল থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে,শারীরিক অসুস্থতা জনিত কারণে গত মঙ্গলবার চাঁচল হাসপাতালে ভর্তি হন হরিশ্চন্দ্রপুরের সুলতান নগরের এক মহিলা।দ্বিতীয় তলায় মহিলা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। ঘড়ির কাটায় তখন প্রায় রাত ১০ টা। শৌচালয়ে যান ওই মহিলা। হঠাৎ তাঁর নজরে আসে শৌচালয়ের ভেতরে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি লুকিয়ে রয়েছে। মোবাইল ফোন দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করার চেষ্টা করছে।প্রথমে ওই মহিলা রোগী ভিডিও রেকর্ড করতে বাধা দেন।তারপর চিৎকার করে অন্যান্য মহিলা রোগীদের ডাকতে গেলে অভিযুক্ত সিড়ি দিয়ে নেমে পালিয়ে যায়।এদিকে এই ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতালে।আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অন্যান্য মহিলা রোগীরা।রোগীদের আশঙ্কা ওই ব্যক্তি হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই বাথরুমে ছিলেন। অনেকের ভিডিও রেকর্ড করেছেন। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগীদের পরিবারের লোকেরা।প্রশ্ন উঠেছে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে। কিভাবে সকলের চোখ এড়িয়ে মহিলা ওয়ার্ডের বাথরুমে ঢুকে পড়লেন ওই ব্যক্তি। কতটা সজাগ ছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।এদিকে আজ রোগীর মপরিবারের পক্ষ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রোগীদের পরিবারের লোকেদের দাবি দ্রুত ওই ব্যক্তিকে তদন্ত করে গ্রেপ্তার করা হোক। বাজেয়াপ্ত করা হোক তার মোবাইল। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সহকারী সুপার ত্রিদীপ মাইতি বলেন,পুলিশকে সিসিটিভি ফুটেজ দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তকে আইডেন্টিফাই করে গ্রেফতার করবে পুলিশ।

রাজ্য তৃণমুলের সাধারন সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির লোকেরা হয়তো জানেনা ইউপিতে কি ধরনের ঘটনা ঘটছে বা গুজরাটে কি ধরনের ঘটনা ঘটে। তাই তারা সন্দেশখালি থেকে মালদায় স্লোগান তুলছে। আমি মাননীয় বিজেপির নেতানেত্রী যারা আছে তাদের অনুরোধ করবো আপনারা সারা ভারতবর্ষের স্ট্যাটাসটিক দেখুন। ক্রাইম রিপোর্ট বলে একটা রিপোর্ট পায় সেটিও দেখুন। মনিপুরের ঘটনা দেখুন প্রকাশ্য দিবালোকে উলঙ্গ করে নিয়ে যাচ্ছে। ছবিটা ভাইরাল হয়েছিল। অর্থাৎ পাবলিকের আমাদের পুলিশের উপর যথেষ্ট ভরসা আছে। রাতের অন্ধকারে এই ধরনের কেউ যদি অপকর্ম করে তার দায়িত্বটা তো আমাদের দলের বা রাজ্যের প্রশাসনের ওপর আসতে পারে না। তার জন্য পুলিশ যা যা ব্যবস্থা নেওয়া নিচ্ছে।

বিজেপির মহিলা মোর্চার সহসভাপতি প্রিয়াংকা সরকার জানান, চাচল এর ঘটনায় যে ছবির কথা প্রকাশ হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অপমানজনক ঘটনা।যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সেখানে দিনের পর দিন মহিলারা অত্যাচারিত নিপীড়িত হচ্ছে। মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গায় এইরকম মহিলা দের অত্যাচারের ঘটনা প্রকাশ্যে আজকে একের পর এক। এই বাংলায় মহিলাদের মাতৃরূপে পূজা এবং বাংলাকে মাতৃভূমি রূপে পূজা করা হয়। আর সেখানে মহিলাদের উপর এই ধরনের অত্যাচার খুব দুর্ভাগ্যজনক ও লজ্জাস্কর ঘটনা।

সালিশি ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তি

জলপাইগুড়ি ঃ আদালতে না গিয়েও মানুষের সঠিক বিচার পাওয়ার জন্য বিকল্প বিচার ব্যবস্থা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন ভাবনা। সালিশি ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তি করা যায় তা নিয়ে সরকারিভাবে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়িতে। মূলত মধ্যস্থতার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করাই মূল লক্ষ্য। মিডিয়েশনের উপর আয়োজিত জেলা পর্যায়ের এই কনফারেন্সের আয়োজন করে কলকাতা হাইকোর্টের মিডিয়েশন ও কন্সিলিয়েশন কমিটি। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের মিডিয়েশন ও কন্সিলিয়েশন কমিটির সভাপতি বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন। এছাড়া ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, বিচারপতি সৌগত বসু, বিচারপতি বিভাষরঞ্জন দে, বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য প্রমুখ। ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের সমস্ত বিচারকরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন, জেলা পুলিশ সুপার খন্ডাবাহালে উমেশ গণপত সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী কমলকৃষ্ণ ব্যানার্জি, অভিজিৎ সরকার সহ অন্যান্যরা। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই কনফারেন্স। উপস্থিত বিচারপতিরা কনফারেন্সে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিচার পদ্ধতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দেওয়ার কথা নিয়ে আলোচনা করেন। মনে করা হচ্ছে এতে যেমন মানুষের হয়রানি কম হবে তেমনই অনেক অর্থ অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে।

মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধা ঠাকুরদাকে মারধরের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে কংগ্রেস প্রধানের স্বামীসহ দুই ভাইকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা

মালদা ঃ মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধা ঠাকুরদাকে মারধরের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে কংগ্রেস প্রধানের স্বামীসহ দুই ভাইকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার সিলামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহাদুরপুর এলাকায়। গুরুতর জখম তিনজনকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সিলামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের প্রধান ফিরোজা খাতুনের স্বামীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা । এই ঘটনায় হামলাকারী মুকুলেশ্বর রহমান, জাহাঙ্গীর শেখ, জলিল শেখ সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন কংগ্রেস দলের সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফিরোজা খাতুন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের নাম নাসিরুদ্দিন শেখ (৪০)। তিনি কংগ্রেস দলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফিরোজা খাতুনের স্বামী। অপর দুইজনের নাম গোলাম সাদানি (৩৩) এবং নাসির আহমেদ (২৮)। এরা দুইজন কংগ্রেস প্রধানের স্বামীর ভাই। পুলিশকে অভিযোগে সিলামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের প্রধান ফিরোজা খাতুন জানিয়েছেন, তাদের বাড়ির এক বয়স্ক বৃদ্ধ ঠাকুরদা মানসিক ভারসাম্যহীন। এদিন সকালে বাড়ির ওই বৃদ্ধ রাস্তায় বেরালে তাঁকে এলাকার তৃণমূল কর্মী জাহাঙ্গীর শেখ , জলিল শেখ , মুকুলেশ্বর রহমানও তার দলবল অন্যায় ভাবে মারধর করে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলেই অতর্কিতে দুষ্কৃতীরা তাদের বাড়িতে হামলা চালায় । প্রথমেই হাঁসুয়া দিয়ে প্রধানের স্বামী নাসিরুদ্দিন শেখের উপর কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করে । নাসিরুদ্দিনের দুই ভাই বাধা দেওয়ায় তাদেরকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

কালিয়াচক ১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মিজারুল রহমান জানিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল দলের দুষ্কৃতীরা জড়িত রয়েছে। অন্যায় ভাবে দলের পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ও তার দুই ভাইয়ের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। রাজনৈতিক শত্রুতার কারণেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। কারণ, গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিলামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতটি হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের । সেখানে কংগ্রেস দখল করেছে। সেই শত্রুতা জেরে এই বদলা নেওয়া হয়েছে। পুরো বিষয়টি কালিয়াচক থানায় লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

যদিও এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলার মুখপত্র শুভময় বসু জানিয়েছেন, এখানে কোন রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে নি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পারিবারিক গোলমালের জেরে এরকম ঘটনা ঘটেছে বলে বলে মনে করছি। কংগ্রেসের নিজেদের দোষ এড়াতে তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে।

কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার কে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য

মালদা ঃ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার কে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার চরিঅনন্তপুর কেয়ামতটোলা সীমান্তবর্তী এলাকায়। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , মৃতের নাম মামুদ মিঞা (২০)। তার পরিবারে রয়েছে বাবা ফারুক হোসেন। মামুদরা দুই ভাই । সে পরিবারের ছোট।

মৃতের পরিবারের লোকেরা পুলিশকে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল মামুদ। এরপরই শুক্রবার সকালে ভারত ‑ বাংলাদেশ সীমান্তের চরিঅনন্তপুর কেয়ামতটোলা এলাকায় ওই যুবকের মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পরিবারের সদস্যরা।

মৃত মামুদের পরিবারের বক্তব্য , বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল মামুদ । এরপর আর বাড়ি ফেরে নি। এদিন সকালে আমরা জানতে পারি ভারত ‑ বাংলাদেশ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে মামুদ। সেখান থেকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি। জরুরি বিভাগে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। আমাদের অনুমান হয়তো পাচারের করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে মামুদের। যদি এব্যাপারে বিএসএফ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া মিলে নি। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরে পুরো বিষয়টি পরিস্কার করে বলা যাবে।

আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো

কোচবিহার ঃ কোচবিহার ছয় নম্বর ওয়ার্ড অমরতলা মোড় সংলগ্ন নেতাজি সুভাষ প্রাইমারি স্কুলে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃক আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এদিনের এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা আদালতের জজ, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভ্রাংশু সাহা সহ বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবক গণ। বিভিন্ন রকম আইনি পরিষেবা নিয়ে এই শিবিরে আলোচনা করা হয়। মূলত পক্স আইন নিয়ে আলোচনার মূল বিষয় ছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন আইনি লড়াই যাতে বিনা পয়সায় লড়াই করতে পারে সাধারণ মানুষেরা সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই বিষয়ে কি জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তা আমরা শুনে নেন

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ

শিলিগুড়ি ঃ শহরে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। এই দুর্ঘটনা রুখতে পথ চলতি মানুষদের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ।শুক্রবার সকাল ১১.৩০ টা নাগাদ শিলিগুড়ির এয়ার ভিউ মোড়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার সি সুধাকর।জানা গিয়েছে এদিন পথ চলতি মানুষদের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার কাজের সূচনা

আলিপুরদুয়ারঃ জলদাপাড়া ফরেস্ট লাগোয়া এলাকায় এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার কাজের সূচনা। এলাকাবাসীর দাবি মেনে এদিন ফালাকাটা ব্লকের ছোট শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের জলদাপাড়া বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় ভৈরবহাট বাজার থেকে পূর্ব শিবনাথপুর হরিমন্দির হয়ে খাঁউচাদপাড়া রামকৃষ্ণ কার্জীর বাড়ি পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজের সূচনা হল। এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায় জানান পথশ্রী প্রকল্পের এই রাস্তা তৈরিতে ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে ও এই রাস্তা তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় তিনি রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন । এদিনের পথশ্রী প্রকল্পের এই রাস্তার কাজের শুভ সূচনায় উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায়, ছোট শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি ঘোষ, অঞ্চল সভাপতি কল্লোল নট্ট , এলাকার পঞ্চায়েত মানস বর্মন সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যবৃন্দ।

বাজেটের নথি ছিড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বাম কাউন্সিলাররা

শিলিগুড়ি ঃ পৌরনিগমের বাজেটকে ঘুরে উত্তপ্ত পুরভবন। বাজেট আলোচনা চলার সময় বাজেটের নথি ছিড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বাম কাউন্সিলাররা। তারপর পুরবাজেট বয়কট বামেদের। বাজেটে গরহাজির থাকতে দেখা গেল কংগ্রেসও।

মঙ্গলবার বাজেট পেস হয় শিলিগুড়ি পৌরনিগমে ১০ লক্ষ ৫৩ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট পেস করা হয়। সেজ সময়ই এবারের বাজেটকে গতানুগতিক ও গরীব বিরোধী বাজেট বলে সমালোচনা করে বিরোধীরা। এরপর শুক্রবার বাজেট অধিবেশনে বাজেটের তীব্র সমালোচনা করে সরব হয় বাম কাউন্সিলাররা। বাজেটের নথি ছিড়ে ওয়াক আউট করলো বামেরা।

পুলিশের কাছ থেকে কিভাবে এই মাদকদ্রব্য উধাও হল তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানা থেকে উধাও হয়ে গেল ৭৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ২০ বোতল কাফ সিরাপ। পুলিশের কাছ থেকে কিভাবে এই মাদকদ্রব্য উধাও হল তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। শুক্রবার বিষয়টি হাইকোর্টের নজরে আসতেই এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারক। আগামী ১০ দিনের মধ্যে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ পুলিশের এডিজিকে। হাইকোর্টের আইনজীবী বিশ্বরূপ রায় বলেন, ২০২১ সালে দুজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ২৬৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ২২ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও পরবর্তীতে যখন শিলিগুড়ি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সেগুলো পেশ করেন তদন্তকারী অফিসার তখন দেখা যায় সেখানে ১৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ২ বোতল কাফ সিরাপ রয়েছে। বাকি ৭৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ২০ বোতল কাফ সিরাপ কোথায় গেল তার কোনও হদিস মেলেনি। এই বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দশ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ।

শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সংস্থার পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়।

শিলিগুড়ি ঃ 'নর্থ বেঙ্গল পেইন্টার্স ' সোসাইটি অফ আর্ট এন্ড কালচারের পক্ষ থেকে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে আর্টফেয়ার । আজ এই নিয়ে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সংস্থার পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। ২০১৩ থেকে তাদের পথচলা শুরু তাই এ বছর দশ বছর পূর্তিতে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে আর্ট ফেয়ার বা মেলা। এটি একটি এক্সিবিশন নয় এটি আর্ট ফেয়ার। শিলিগুড়ির ভুটিয়া মার্কেটের মাঠে ১৪ই মার্চ থেকে ১৯শে মার্চ সংগঠিত হবে এই আর্ট ফেয়ার.দুপুর ১টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই মেলা।শিলিগুড়ি ছাড়াও কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে স্টল দেবেন, এবং বিভিন্ন আর্টের গ্রুপ যারা এখানে পার্টিসিপেট করতে চাইছেন তারা স্টল অনুযায়ী পার্টিসিপেট করতে পারবেন। মূলত ফাইন আর্ট, স্কাল্পচার নিয়েই তাদের এই প্রদর্শনী। ২৩ টি স্টল থাকছে এই প্রদর্শনীতে যাতে অংশগ্রহণ করছেন মূলত প্রায় পাঁচ থেকে ছয় জন করে।

মুকুলের দেখা মিলেছে আমবাগান গুলিতে

মালদা ঃ মালদা জেলা জগৎ বিখ্যাত আমের জন্য। ইতিমধ্যেই মুকুলের দেখা মিলেছে আমবাগান গুলিতে। শুরু হয়েছে আম গাছ স্পে থেকে পরিচর্যা। মূলত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ই মালদহে আমবাগান গুলিতে মুকুল ফিরতে শুরু করে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু গাছে মুকুলও আসতে শুরু করেছে। এই সময় গাছের পরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরী। মুকুল আসার ঠিক আগে আগে, গাছের সঠিক পরিচর্যা করলে ভালো মুকুল ফোটে। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তারাও এখন কৃষকদের আমের গাছ পরিচর্যা করার পরামর্শ দিচ্ছেন। আম বাগান গুলিতে গাছের শাখা প্রশাখা ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে গাছের উপরে ধুলোবালি পোকামাকড় সমস্ত কিছু পরিস্কার হয়ে যাবে। মুকুল ফিরতে অনেকটাই সুবিধা হবে। মুকুল ফোটার সময় কোনো রকম পোকামাকড়ের উপদ্রব হবে না কাছে। এ সময় প্রতিটি আমবাগানের গাছের গোড়া গোল করে খুঁড়ে দিতে হবে। নিয়মিত সেখানে জল দিতে হবে সঙ্গে জৈব সার দিলে খুব ভালো। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তারা বলছেন, ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরু থেকেই মালদা জেলায় আমবাগান গুলিতে মুকুল ফিরতে শুরু করে। তাই এর আগে গাছের পরিচর্যা করা খুব জরুরী। মুকুল ফুটে গেলে অনেক সময় ম্যাংগো হপারের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ম্যাংগো হপার এর উপদ্রব কমাতে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে তাহলে গাছের মুকুল ভালো হবে আগামীতে ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

অন্য দিকে এবছর তুলনামূলকভাবে আমের মুকুল অনেকটাই কম। তাই এ বছর ফলন খুব একটা ভালো হবে না বলে আশা প্রকাশ করছেন আম ব্যবসায়ীরা।

লালবাজারে নিয়ে আসা হল লকেট চট্টোপাধ্যায়কে

কলকাতা ঃ ভোজেরহাট থেকে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় কে গ্রেফতার করেছেন কলকাতার লেদার কমপ্লেক্স থানা। সিআরপিসি ১৫২ ধারায় গ্রেফতার করা হয় তাকে। সেখান থেকে ১১১৫ নাগাদ লালবাজারে নিয়ে আসা হল লকেটকে। সুত্র মারফত জানা যাচ্ছে সতর্কতা মূলক গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। অর্থাৎ তাঁকে preventive arrest করা হয়েছে এর অর্থ সন্দেশখালি তে যেহেতু বেশ কিছু জায়গায় ১৪৪ ধারা এখনো বলবৎ রয়েছে। যাতে সেখানে গিয়ে নতুন করে আর কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয় তার জন্য এই ধারা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। তবে এই ধারা প্রয়োগের শর্তসাপেক্ষে যে কোন সময় জামিন পেতে পারেন লকেট চট্টোপাধ্যায়

ডিজি রাজিব কুমারের আবেদন আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না

সন্দেশখালী ঃ অগ্নিগর্ভ সন্দেশখালীর বেতমজুর গ্রামে পৌঁছলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সন্দেশখালি দুই নম্বর ব্লকের এক নম্বর বেরমজুর গ্রামের কাছারি অঞ্চল থেকে শুরু করে একাধিক গ্রামে ঘুরছেন তিনি। শুনছেন সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ। সন্দেশখালি তে বানানো হচ্ছে একাধিক পুলিশ ক্যাম্প। সেখানেই অভিযোগ জানাতে পারবেন নির্যাতিত গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের প্রতি রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজিব কুমারের আবেদন আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।

একটি জায়গা থেকে উচ্ছেদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ ঘরবাড়ি ভাঙচুর চালিয়ে প্রায় ৩০ টি পরিবারকে এলাকার একটি জায়গা থেকে উচ্ছেদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুষ্কৃতীদের এই তান্ডবের পর শুক্রবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট গ্রামীন এলাকায় রাস্তায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা একজোট হয়ে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগানপাড়া এলাকায়। দুষ্কৃতীদের এই তান্ডবের খবর পেয়ে শুক্রবার তদন্তে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ । যদিও বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে পারে নি। কিন্তু দুষ্কৃতীরা যে রীতিমতো হাতে অস্ত্র নিয়ে এলাকার পরিবারগুলিকে উচ্ছেদ করার হুমকি দিচ্ছে, সে কথা পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রসিলাদহ বাগানপাড়ায় কয়েক বিঘা জমি দীর্ঘদিন ধরেই পরিতক্ত অবস্থায় রয়েছে। সেই জমির একটি অংশ খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি ওই এলাকায় প্রায় ৩০ টি পরিবার দীর্ঘদিন আগে নির্দিষ্ট মূল্য দিয়ে জমি কিনে ঘর বানিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন। কিন্তু তারপরও কেন দুষ্কৃতীরা হঠাৎ করে ওই এলাকার বাসিন্দাদের হুমকি দিচ্ছে সেব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারছেন না তাঁরা।

এদিন রসিলাদহ গ্রামের রাস্তায় মহিলারা একজোট হয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভকারী স্থানীয় বাসিন্দা রাখি সাহা, সাগরী শর্মাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই এলাকায় বসবাস করছি। আমাদের কাছে নিজেদের জায়গার জমির কাগজ রয়েছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা এসে এই জায়গা খালি করে দেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। এই ফাঁকা বাগানের অন্তত ত্রিশটি পরিবার বসবাস করে। কিন্তু এখন হাতে বন্দুক এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতীরা এসে রীতিমতো হুমকি দেখাচ্ছে। ওরা বলছে এই জমি নাকি ওরা কিনে নিয়েছে। তাহলে আমাদের কাগজের কি দাম রইলো। ইতিমধ্যে কয়েকটি টিন ও টালির তৈরি বাড়ি ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতীরা। তাই সকলেই আতঙ্কে রয়েছে। দুষ্কৃতীদের ভয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েরাও কয়েকদিন ধরে স্কুলে এবং গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে পারছে না। এই অবস্থায় পুরো বিষয়টি পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে।

সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি দাস সাহা জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের অভিযোগের কথা শুনেছি । পুরো বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তবে দুষ্কৃতীদের হামলার কোনভাবেই আমরা বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশের কাছে দাবি করেছি অবিলম্বে যাতে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হয়।

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, গ্রামবাসীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

আধুনিক সুতো কাটার মেশিন প্রদান করা হচ্ছে রেশম শিল্পীদের

মালদা ঃ একদিকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রেশন শিল্প বাজাতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ আধুনিক সুতো কাটার মেশিন প্রদান করা হচ্ছে রেশম শিল্পীদের। কিন্তু একদিকে লোকবলের অভাবে বন্ধের মুখে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ রেশম নার্সারি। মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের পিয়াসবাড়ি এলাকায় রয়েছে এই রেশম নার্সারি। এখান থেকে কৃষকদের তুঁত গাছের চারা, রেশম পোকার গুটি প্রদান করা হয়। সরকারি উদ্যোগে তৈরি এই নার্সারি। একসময় এই নার্সারি থেকে গোটা পশ্চিমবঙ্গে রেশম চাষের জন্য তুঁত গাছ রেশন পোকা দেওয়া হত কৃষকদের। একসময় এখানে কর্মী সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন। ১০ থেকে ১২ হাজার টন গাছের চারা প্রদান করা হতো কৃষকদের। এখন এই নার্সারিতে কর্মীর সংখ্যা মাত্র ১০ জন। ভগ্ন দশায় পড়ে রয়েছে গোটা নার্সারি চত্বর। ১৯০ বিঘা জমির উপর তৈরি বিশাল এই নার্সারি এখন আগাছায় ভরপুর। তেমন আর নার্সারিতে উৎপাদন হয় না পলু পোকা থেকে রেরেশন চারা। সরকারি কোনো উদ্যোগও নেই বলে দাবি স্থানীয়দের। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, নার্সারীর বিভিন্ন সামগ্রী ভবন। যদিও প্রশাসনের উদ্যোগে নতুন করে এ নার্সারীর উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান এক আধিকারিক। পোলো পোকা থেকে শুরু করে আরে সঙ্গে চারা আরো বেশি করে আবারো উৎপাদন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে নতুন এই উদ্যোগের ফলে। জেলার এই নার্সারিতে উন্নত মানের পোলুপোকা ও চারা গাছ উৎপাদন হলে জেলার রেশন চাষিরা অনেকটাই লাভবান হবেন

বিদ্যুতের বিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে ছেলের গলা কেটে খুন করার অভিযোগ উঠলো বাবার বিরুদ্ধে

মালদা ঃ বিদ্যুতের বিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে ছেলের গলা কেটে খুন করার অভিযোগ উঠলো বাবার বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই ঘটনার পর স্থানীয় গ্রামবাসীরা অভিযুক্তকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় । ঘটনাটি ঘটেছে বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খিরিপাড়া এলাকায় । বিষয়টি নিয়ে মৃতের স্ত্রী তারাময়ি মারডি অভিযুক্ত শ্বশুর রিন্টু মুর্মুর বিরুদ্ধে বামনগোলা থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন । পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মাইকেল মুর্মু (২৯) । পেশায় তিনি পরিযায়ী শ্রমিক। পরিবারের স্ত্রী তারাময়ী মার্ডি এবং দুই নাবালক ছেলে রকি মারডি ও লাকি মার্ডি রয়েছে। তিন বছর আগে মৃত মাইকেলের মায়ের মৃত্যু হয়। এরপরই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কেরালায় কাজ করতো মাইকেল। কিছুদিন আগে সে বামনগোলার গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত রিন্টু মুর্মুর তিন বিঘা জমি রয়েছে। সেই জমিতে শ্যালো পাম্প চালিয়ে চাষ করেছিল রিন্টু মুর্মু। তার দরুন বিদ্যুতের বিল গিয়ে দাঁড়ায় তিন হাজার টাকা। এই বিল দেওয়া নিয়েই বড় ছেলে মাইকেলকে চাপ দেয় তার বাবা রিন্টু মুর্মু । বৃহস্পতিবার রাতে মাইকেল সরাসরি এত টাকা বিল দিতে অস্বীকার করে। সেই সময় অভিযুক্ত রিন্টু মুর্মু ধারালো চাকু নিয়ে ছেলের গলা কেটে দেয় বলে অভিযোগ।

সম্পাদকীয়

ইসরায়েলহামাস যুদ্ধ, বাইডেননেতানিয়াহু মতবিরোধ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে বলে দাবি করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এই যুদ্ধে ইসরায়েল বৈশ্বিক সমর্থন হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে মঙ্গলবার এমন সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তার পরপরই নেতানিয়াহুর পক্ষ থেকে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক সমর্থনের দাবি করে মন্তব্য এলো। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে মি. নেতানিয়াহু এ দাবি করেন। বিবৃতিতে একটি জরিপের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। ওই জরিপ অনুযায়ী ৮০ শতাংশের বেশি আমেরিকান গাজা সংঘাতে ইসরায়েলকে সমর্থন করে। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু'র মতে, যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলের প্রতি এই ব্যাপক জনসমর্থন তাদের হামাসের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করতে অনুপ্রাণিত করবে। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা যুদ্ধবিরতির জন্য সম্ভাব্য চুক্তির ব্যাপারে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। মঙ্গলবারের বিবৃতিতে মি. নেতানিয়াহু বলেন, সংঘাতের শুরু থেকেই তাকে একটি প্রচারণায় নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে। যে প্রচারণার মূল লক্ষ্য, সময়ের আগেই যুদ্ধের ইতি টানার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ প্রতিহত করা আর ইসরায়েলের জন্য সমর্থন আদায়। আমরা এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করবার মতো সফল, দাবি করে মি. নেতানিয়াহু সাম্প্রতিক হার্ভার্ড হ্যারিস জরিপ উদ্ধৃত করেন। জানান, সেই জরিপে দেখা যাচ্ছে, ৮২ শতাংশ আমেরিকান জনসাধারণ ইসরায়েলকে সমর্থন করে। পূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত রাখার শক্তি দেয় এই তথ্য।

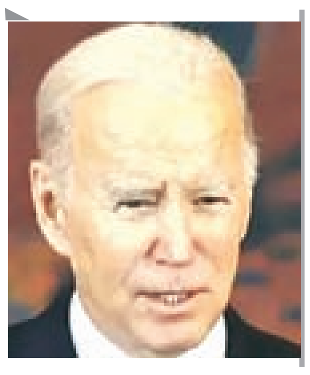

অন্যদিকে আগামী সোমবারের মধ্যে গাজায় ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যকার যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে আশাবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট বাইডেন গত সোমবার একরকম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, ইসরায়েল সরকার যদি তাদের এই কট্টর অবস্থান থেকে সরে না আসে তাহলে বৈশ্বিক সমর্থন হারাতে হতে পারে তাদের। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এবং নর্ক পরিচালিত আরেকটি জরিপে অবশ্য মি. নেতানিয়াহুর দাবির বিপরীত চিত্র দেখা গেছে। ওই জরিপ অনুযায়ী, জানুয়ারিতে প্রায় অর্ধেক মার্কিনি মনে করছেন, ইসরায়েল বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। নভেম্বরে এই হার ছিল ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ, একই রকম অভিমত পোষণকারীর সংখ্যা বেড়েছে গত দু'মাসে। অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে মঙ্গলবার হোয়াইট হাউজ এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে আলোচনার বিষয়বস্তু বা সম্ভাব্য সময়সীমা সম্পর্কে বিশদে জানাতে রাজি হননি তারা। হোয়াইট হাউজের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, জিম্মিদের গাজা থেকে মুক্ত করে আনা এবং মানবিক সহায়তার অনুমতি দিতে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে গত সপ্তাহে। আমরা এই সপ্তাহে সেই অগ্রগতিকে ভিত্তি করেই চুক্তিটি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি। প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা ওই অঞ্চলের অংশীদারদের সাথে দিনরাত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন, মিঃ কিরবি যোগ করেছেন। কিন্তু, প্রেসিডেন্ট বলার ২৪ ঘন্টা পার হয়ে গেলেও কোন চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি, এটা ঠিক। আরও অনেক কাজ করার বাকি আছে। মিঃ কিরবি বলেন, যুদ্ধে ছয় সপ্তাহের একটা বিরতির পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন তারা। আগের বিরতিগুলোর তুলনায় সময়টা বেশ দীর্ঘ। এটি আগামীতে আরও কোন কার্যকর পথের সন্ধান দিতে পারে। যার ফলে হয়তো সংঘাত অবসানের একটি উপায় মিলে যাবে, তিনি বলেছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার জানিয়েছেন, দেশটির কূটনীতিকরা ‑ কাতার, মিশর ও ইসরায়েলের সাথে কাজ করছেন। এই চুক্তিটিকে একটা চূড়ান্ত রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে, সবশেষে হামাসের সম্মতি তো লাগবে, যোগ করেন তিনি। হামাসের একজন কর্মকর্তা এর আগে বিবিসি নিউজকে বলেছিলেন, জিম্মিদের মুক্তির চেয়ে গোষ্ঠীটির অগ্রাধিকার ছিল সংঘাত বন্ধ করা। গত অক্টোবরে ইসরায়েলে দক্ষিণে হামাস সদস্যদের সশস্ত্র আক্রমণে এক হাজার দুইশ' জন নিহত হন। ২৫৩ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যাওয়া হয় গাজায়, যাদের মধ্যে একটা অংশকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর ইসরায়েল গাজায় বড় পরিসরে বিমান ও স্থল আক্রমণ শুরু করে। গাজা উপত্যকায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য, সেই থেকে এখন পর্যন্ত ২৯ হাজার ৮৭৮ জন নিহত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায়ই মারা গেছেন ৯৬ জন। মোট আহতের সংখ্যা ৭০ হাজারের ওপর।

লিপ ইয়ার বা ২৯শে ফেব্রুয়ারি

লিপ ইয়ার, মানে যে বছরে থাকে একটা অতিরিক্ত দিন। চলতি ২০২৪ সালেও পড়েছে লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ।

কিন্তু পুরোপুরি জ্যোর্তিবিজ্ঞানের কারণেই ২৯শে ফেব্রুয়ারি 'লিপ ডে' হলেও, এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক আগ্রহ বেশ কমই দেখা যায়।

কীভাবে হয় লিপ ইয়ার, এর ইতিহাস কী, ফেব্রুয়ারিতেই কেন? এই একটি দিন ঘিরে আছে এমন নানা প্রশ্ন। সে সবের উত্তর খোঁজা যাক।

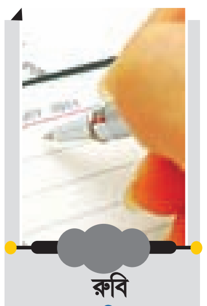

রুবি
প্রাবন্ধিক

১. লিপ ইয়ারের অতিরিক্ত দিনটা জরুরি আমাদের সৌরজগতের 'বিশৃঙ্খল' অবস্থার জন্যই।

কারণ এক বছরে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে একটা সম্পূর্ণ কক্ষপথ ঘুরে আসতে কিন্তু ঠিক পুরোপুরি ৩৬৫ দিন লাগে না। বরং সব মিলে সময়টা ৩৬৫.২৪২২ দিনের মতো। ফলে প্রতি বছর আসলে এক দিনের চার ভাগের প্রায় এক ভাগ সময় যোগ হয়। যা প্রতি চার বছরে একটা বাড়তি দিন যোগ করে।

২. জুলিয়াস সিজার রোমের ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত ৩৫৫ দিনে বছর, এমন ক্যালেন্ডারই সবাই মেনে চলত ‑ যেখানে প্রতি দুই বছর পরপর একটা অতিরিক্ত ২২ দিনের মাস যুক্ত হত।

কিন্তু এটা আসলে সমস্যার একটা জটিল সমাধান ছিল এবং উৎসবের দিনগুলো ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যেতে শুরু করে। তাই সিজার তার জ্যোতির্বিজ্ঞানী সোসিজেনেসকে বিষয়টি সহজ করার নির্দেশ দেন।

সোসিজেনেস তখন ৩৬৫ দিনে বছর করে যে অতিরিক্ত ছয় ঘন্টার মতো থেকে যায় সেটা মিলিয়ে নিতে চার বছর পরপর একটা অতিরিক্ত দিন ক্যালেন্ডারে যুক্ত করেন।

আর এভাবেই ২৯শে ফেব্রুয়ারির জন্ম। যা পরবর্তীতে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি সূক্ষ পরিমার্জন করেন।

৩. আঙুলের হিসেবে প্রতি চার বছর পরপর আসে লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ। কিন্তু কথা এখানেই শেষ না।

যেই বছরটাকে ১০০ দিয়ে ভাগ করা যায় কিন্তু আবার ৪০০ দিয়ে করা যায় না, সেটা লিপ ইয়ার নয়। সে কারণেই গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকাবর্ষ অনুযায়ী আমরা ২০০০ সালে লিপ ইয়ার পেয়েছি, ১৬০০ সালে লিপ ইয়ার ছিল, কিন্তু আবার ১৭০০, ১৮০০ ও ১৯০০ লিপ ইয়ার নয়।

এটা খানিকটা স্বেচ্ছাচার মনে হতে পারে, বলেন ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের এমিরিটাস অধ্যাপক ইয়ান স্টুয়ার্ট। তবে এর পেছনেও আসলে যুক্তিযুক্ত কারণ আছে।

বছরে ৩৬৫ দিন ও একটা দিনের চার ভাগের এক ভাগ ‑ কিন্তু সেটাও ঠিক পুরোপুরি নয়, বরং তার চেয়ে খানিকটা কম। সেটা একদম যথার্থ চার ভাগের এক ভাগ হলে প্রতি চার বছর পরপর লিপ ইয়ার হত।

এই হিসাবটা আসে যখন পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ও তার সঙ্গী জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু করেন এবং তাতে প্রতি চারশ বছরে তিনটা লিপ ডে বাদ পড়ে। এই হিসাবটা তখন থেকে আজ অবধি চালু আছে।

কিন্তু ইয়ান স্টুয়ার্ট মনে করেন মানুষকে হয়তো ১০ হাজার বছর পর এটা নিয়ে আবার নতুন করে ভাবতে হবে। কিন্তু তত দিনে অবশ্য মানবজাতি নতুন কোন পদ্ধতিও চালু করে ফেলতে পারে।

৪. ফেব্রুয়ারির ২৯ই কেন?

অন্য সব মাসেই আছে ৩০ বা ৩১ দিন করে, কিন্তু ইয়ান স্টুয়ার্ট জানাচ্ছেন রোমান সম্রাট সিজার অগাস্টাসের ব্যক্তিগত ইচ্ছের কাছে বলি হয়েছে ফেব্রুয়ারি।

জুলিয়াস সিজারের অধীনে কিন্তু ফেব্রুয়ারি ৩০ দিনের মাস ছিল। কিন্তু সিজার অগাস্টাস যখন সম্রাট হন, তখন তিনি তার নিজের নামাঙ্কিত মাস অগাস্ট ২৯ দিনের হওয়ায় খানিকটা বিরক্ত হন।

কারণ তার আগের সম্রাট জুলিয়াসের নামাঙ্কিত মাস ‑ জুলাই ‑ ছিল ৩১ দিনের।

তিনি তখন অগাস্টে আরো দুই দিন যুক্ত করে জুলাইয়ের সমান করেন, আর বেচারা ফেব্রুয়ারিকে সেই দুই দিন হারাতে হয়, বলেন অধ্যাপক স্টুয়ার্ট।

৫. ঐতিহ্যগতভাবে লিপ ইয়ারের দিন মেয়েরা ছেলেদের প্রস্তাব দেয় বলে বিভিন্ন ইতিহাসবিদের কথায় উঠে আসে। যার একটা ৫ম শতকে সেন্ট ব্রিজেটের ঘটনা, যেটা নিয়ে অবশ্য বেশ বিতর্ক আছে।

বলা হয়ে থাকে যে তিনি সেন্ট প্যাট্রিকের কাছে অভিযোগ নিয়ে যান যে মেয়েদের তাদের পছন্দের মানুষের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যেতে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়। সেন্ট প্যাট্রিক তখন সম্ভবত মেয়েদের প্রস্তাব দেয়ার জন্য ঐ লিপ ইয়ারের একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেন ‑ সবচেয়ে ছোট মাসের সব শেষ দিন।

আরেকটা জনপ্রিয় গল্প প্রচলিত আছে যে স্কটল্যান্ডের রানি মার্গারেট একটা আইন জারি করেন, যে সমস্ত পুরুষ লিপ ইয়ারে মেয়েদের দিক থেকে আসা বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে তাদের জরিমানা দিতে হবে।

কিন্তু অনেকে আবার বলে থাকেন সে সময় মার্গারেটের বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর এবং তিনি তখন অনেক দূরে নরওয়েতে ছিলেন। এই রীতি আসলে ১৯ শতক থেকে বেশি প্রচলিত হয়।

মনে করা হয় যে মেয়েদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়ার এই রীতি চলে আসছে যখন ইংলিশ আইনে লিপ ইয়ার অর্ন্তভুক্ত হয়নি তখন থেকেই।

এই মতবাদ অনুসারে যেহেতু এই দিনের কোন আইনগত ভিত্তি নেই, তাই সাধারণত ছেলেদের প্রস্তাব দেয়ার প্রথাগত রীতি ভাঙাটা গ্রহণযোগ্য।

৬. লিপ ইয়ারে মেয়েদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়ার বিষয়টি বিশ্ব জুড়ে একেক দেশে একেক রকম।

ডেনমার্কে যেমন এটা ২৯শে ফেব্রুয়ারি নয়, বরং ২৪শে ফেব্রুয়ারি ‑ যা জুলিয়াস সিজারের সময় থেকে চলে আসছে।

কোনও ড্যানিশ পুরুষ কোনখ নারীর বিয়ের প্রস্তাব না মানলে তাকে তখন ঐ নারীকে ১২ জোড়া দস্তানা দিতে হয়। ফিনল্যান্ডে আবার দস্তানা নয়, বরং তাকে স্কার্ট বানানোর কাপড় দিতে হবে।

তবে গ্রিসে লিপ ইয়ারের দিন বিয়ে করা অশুভ মনে করা হয় তাই অনেকে সেটি এড়িয়ে চলে।

৭. ১৪৬১ জনে ১! লিপ ডেতে জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বলা হয় প্রতি ১৪৬১ জনে একজন এদিন জন্ম নেন। চার বছরে হয় ১৪৬০ দিন আর লিপ ইয়ারের অতিরিক্ত এক দিন মিলে হয় ১৪৬১। এক্ষেত্রে তাই সম্ভাব্যতা দাঁড়ায় ১১৪৬১।

তবে ইয়ান স্টুয়ার্ট বলছেন এই হিসাবটাও পুরোপুরি ঠিক নয়, কারণ চারশ বছরে তিনটা লিপ ইয়ার হারাচ্ছি আমরা।

এছাড়া নানা বিষয় মিলিয়ে বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়ে শিশুদের জন্ম বেশি হয় বলে মনে করেন তিনি। ২৯শে ফেব্রুয়ারি জন্ম নেওয়াদের বলা হয় 'লিপার্স' বা 'লিপলিংস'।

৮. লিপ ইয়ারের রাজধানী বলে স্বীকৃত টেক্সাসের অ্যান্থনি শহর। ১৯৮৮ সালে এই শহরের বাসিন্দা ও লিপ ইয়ারে জন্ম নেওয়া ম্যারি অ্যান ব্রাউন চেম্বার অফ কমার্সের কাছে যান শহরে একটা লিপ ইয়ার উৎসবের আবেদন নিয়ে।

তার সেই আবেদন গ্রহণ করা হয় এবং অ্যান্থনিকে ঘোষণা দেয়া হয় বিশ্বের লিপ ইয়ার রাজধানী হিসেবে।

তার পর থেকে প্রতি বছর সারা বিশ্বের লিপাররা টেক্সাসের এই শহরে জড়ো হয়ে প্যারেডে অংশ নেন, একসাথে বার্থডে ডিনার, নাচানাচি এবং হট এয়ার বেলুনে চড়েন সবাই।

৯. গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ছাড়া অন্যান্য ক্যালেন্ডারেও লিপ ইয়ারের দরকার পড়ে। আধুনিক ইরানের ক্যালেন্ডারটি যেমন সো।র ক্যালেন্ডার, যাতে প্রতি ৩৩ বছরে ৮টা লিপ ডে আছে।

ভারতের জাতীয় ক্যালেন্ডার এবং বাংলাদেশের যে বাংলা পঞ্জিকাবর্ষ তাতে লিপ ইয়ার এমনভাবে রাখা হয় যাতে লিপ ডে সব সময় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৯শে ফেব্রুয়ারির খুব কাছাকাছি থাকে।

১০. অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাস ওয়েস্ট ইন্ডিজে তার চূড়ান্ত অভিযানের সময় ১৫০৪ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারির চন্দ্র গ্রহণকে নিজের সুবিধার্থে কাজে লাগান।

তিনি যখন জ্যামাইকা দ্বীপে বেশ কয়েক মাস তার নাবিকদের নিয়ে আটকা পড়েন, তখন এক পর্যায়ে স্থানীয় আদিবাসীদের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং তারা খাবার ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে সহায়তায় অস্বীকৃতি জানায়।

কলম্বাস জানতেন যে একটা চন্দ্রগ্রহণ আসন্ন, তার সহযোগীদের সাথে আলাপ করে তিনি স্থানীয় সব আদিবাসী নেতাদের একসাথে করেন ২৯শে ফেব্রুয়ারি। তিনি তাদের বলেন, ঈশ্বর চাঁদকে লাল বর্ণ করে তাদের শাস্তি দেবে। চন্দ্রগ্রহণের সময় বলেন যদি তারা আবার সহায়তা করতে শুরু করে তাহলে ঈশ্বর তার শাস্তি ফিরিয়ে নেবেন।

আরেকটা অতিপ্রাকৃত ঘটনা হল, ১৬৯২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ম্যাসচুসেটসের সালেম উইচক্র্যাফট ট্রায়ালের প্রথম ওয়ারেন্ট জারি হয়।

সব কথার শেষ কথা, লিপ ইয়ারে আপনি সৌভাগ্যবান যে বছরে একটা অতিরিক্ত দিন পাচ্ছেন। আবার যারা চাকরিজীবী তারা ভাবতে পারেন যে বছরে একদিন কোনও বাড়তি বেতন ছাড়াই কাজ করতে হচ্ছে।

সাময়িকী

যে ১০টি প্রাণীর বিচিত্র সব বৈশিষ্ট্য আপনাকে অবাক করবে

প্রত্যেকটি প্রাণীর কিছু না কিছু বিশেষ দক্ষতা রয়েছে যেটা তার টিকে থাকার মূল শক্তি। কিন্তু এর মধ্যে কিছু এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বিস্ময়ের জন্ম দেয়।

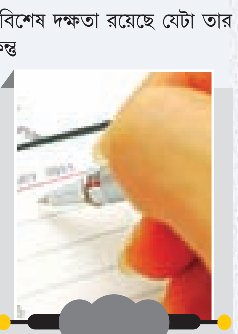

রূপা চৌধুরী
প্রাবন্ধিক

১. পেঙ্গুইন ঃ পেঙ্গুইন পাখি শ্রেণীভুক্ত হলেও এটি উড়তে পারে না। কিন্তু খর্বকায় এই প্রাণী সমুদ্রের ৫৫০ মিটার গভীর পর্যন্ত সাঁতরে যেতে পারে। নিশ্বাস বন্ধ রাখতে পারে টানা ২০ মিনিট। পেঙ্গুইনের বসবাস যেহেতু বরফ ঢাকা মেরু অঞ্চলে তাই তার শরীর উষ্ণ রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এমনিতে পেঙ্গুইন মাইনাস ৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মতো হিমশীতল তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। প্রাথমিকভাবে তাদের লোম শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর পালকগুলো খুবই ঘন যেকোনো পাখির চেয়ে তিনগুণ বেশি। কিন্তু শরীরে বাড়তি চর্বি থাকলে এই ঠান্ডা সহ্য করা আরও সহজ হয়। তাই মেদ বাড়াতে পেঙ্গুইনকে বেশি বেশি শিকার করতে হয়। যে পেঙ্গুইন পানির যতো গভীরে যেতে পারে ততো বেশি মাছ পায়।

২. ভালুক ঃ ভালুকরা প্রতিবছরের একটি লম্বা সময় শীতনিদ্রায় থাকে। এসময় তারা কোন কিছু শিকার করে না, খায় না। তেমন চলাফেরাও করে না। অথচ বছরের বাকি সময় দিনের ২০ ঘণ্টাই তারা কাটায় শিকার করে। মাত্র চার ঘণ্টা বিশ্রাম করে। এই শিকার করার বড় কারণ হল শীতনিদ্রায় ভালুকের বেঁচে থাকতে প্রচুর ক্যালোরি সঞ্চয় থাকা প্রয়োজন। তাই বাকি সময় ভালুক প্রতিদিন এক লাখ ক্যালোরি পর্যন্ত খেয়ে থাকে। যা ১,২৮২ টি ডিমের ক্যালোরির সমান। এই খাবার জোগাড় করতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় ভালুক।

৩. সিংহ ঃ প্রাণীজগতের সবচেয়ে বড় শিকারি হল বিগ ক্যাটস যার মধ্যে রয়েছে সিংহ, বাঘ, চিতা, লেপার্ড, জাগুয়ার, কুগার। এর মধ্যে সিংহের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তারা দলবেঁধে শিকার করে এবং নিজেদের চাইতে বড় প্রাণীকে পরাভূত করে। এই শিকারের দক্ষতা সিংহের শক্তি থেকে নয়, বরং আসে বুদ্ধি থেকে। সিংহের মস্তিষ্কে উন্নত ফ্রন্টাল কর্টেক্স রয়েছে। মস্তিষ্কের এই অংশটি কাজে লাগিয়ে সিংহ শিকারের কৌশলগত পরিকল্পনা করে থাকে। ফ্রন্টাল কর্টেক্স মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান এবং সামাজিক আচরণ নিয়ে কাজ করে। আর এই ফ্রন্টাল কর্টেক্স পুরুষ সিংহের চাইতে নারী সিংহের বেশি বড় থাকে। এ কারণে আফ্রিকা অঞ্চলে সিংহীদের দলবেঁধে শিকার করতে দেখা যায়। এই কৌশলী বুদ্ধির কারণেই বনের রাজার তকমাটাও পেয়ে থাকে সিংহ।

৪. পিঁপড়া ঃ পিঁপড়াদের উপনিবেশকারী বা কলোনাইজার বলা হয়। কারণ তারা লাখ লাখ সংখ্যায় ঝাঁক বেঁধে কলোনি করে থাকে। এই পিঁপড়াদের একদল থাকে শ্রমিক। তাদের কাজ কলোনির রানী ও শিশুদের জন্য খাবার সংগ্রহ করা। পিঁপড়ার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাদের শক্তি। এরা নিজেদের ওজনের চাইতে পাঁচ হাজার গুণ বেশি ওজন বহন করতে পারে। পিঁপড়ার ফুসফুস ও কান নেই। শরীরের দুই পাশের ছিদ্র দিয়ে তার শ্বাস নেয় এবং ভাইব্রেশনের সাহায্যে শব্দ শুনে থাকে। তাদের পাকস্থলী দুটি। একটি খাবার খাওয়ার জন্য আরেকটি খাবার জমানোর জন্য। পিঁপড়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্য তারা পেশায় কৃষক এবং পশু-পালনকারী। তারা তাদের চেয়ে ছোট পতঙ্গ অ্যাফিডসদের লালন পালন করে থাকে। এরা নিজেদের ঘরে অ্যাফিডস বা জাবপোকাদের আশ্রয় দেয় যেন তাদের প্রয়োজনে খেতে পারে আবার এই কীটগুলো পাতা থেকে যে হানিডিউ বের করে পিঁপড়া যেন সেগুলোও খেতে পারে। বিশ্বে মোট পিপড়ার সংখ্যা এক ট্রিলিয়নের বেশি। সহজভাবে বললে বিশ্বের সব মানুষের ওজন এবং সব পিপড়ার ওজন সমান সমান।

৫. শিয়াল ঃ লাল শিয়ালের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এটি শিকার করতে পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্র কাজে লাগায়। এজন্য তারা ব্যবহার করে ক্রিপ্টোক্রোম নামক চোখের প্রোটিন। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই প্রোটিনের মাধ্যমে তারা হয়তো পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্র দেখতে পারে। শিকার যদি ঘন বরফ বা ঘন ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাহলে চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাহায্যে শিকারের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে শিয়াল। এই বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে লাফিয়ে সে শিকার পাকড়াও করে।

৬. হাতি ঃ জলের উৎস খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে প্রাণী জগতের বিশেষজ্ঞ হল হাতি। কোথাও বৃষ্টি হলে এরা কয়েকশ মাইল দূর থেকে তারা টের পায়। বৃষ্টির সময় অল্প ফ্রিকোয়েন্সিতে যে শব্দ হয় তারা সেটা শুনতে পায় যেটা কিনা মানুষের বোঝার সক্ষমতা নেই। অন্য স্তন্যপায়ীদের মতো হাতি কখনও ঘামে না। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে হাতি ব্যবহার করে তার লোম এবং বিশাল কান দুটোকে। শরীরের লোম অন্য প্রাণীদের শরীরকে গরম রাখলেও হাতির ক্ষেত্রে কাজ করে উল্টো। এই লোমগুলো শরীরের ভেতরের গরমকে বাইরে বের করে দেয়। এছাড়া হাতির বড় বড় কান এদের শরীরকে ঠান্ডা রাখে। হাতির কানে বড় বড় রক্তনালী থাকে তাই কান নাড়ালে রক্তসঞ্চালন বাড়ে ও শরীর শীতল হয়। এছাড়া এই কান অনেকটা ফ্যানের মতোও কাজ করে।

৭. এপ-জাতীয় প্রাণী ঃ এপ-জাতীয় প্রাণী, যেমন শিম্পাঞ্জি বা গরিলাকে প্রাণীজগতে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে ধরা হয়। এদের কোন কোন প্রজাতির মস্তিষ্কের মাঝামাঝি সেরিবেলাম নামে যে অংশ রয়েছে সেটি বানরের তুলনায় ৪৫ বড় হয়ে থাকে। অন্য প্রাণীরা সাধারণত খাবার খেতে বা যেকোনো কাজ করতে একইভাবে দুই হাত ব্যবহার করে। কিন্তু এপ মানুষের মতো দুই হাত দিয়ে দু রকম কাজ করতে পারে। বানরের সাথে এপের একটি মূল পার্থক্য হলো, এদের লেজ থাকে না। সম্প্রতি গবেষকরা দেখেছেন শিম্পাঞ্জি এক হাত দিয়ে বাদাম ধরে আরেক হাত দিয়ে কাঠের গুড়ি দিয়ে সেটি ভাঙার চেষ্টা করছে। বিষয়টিকে যতোটুকু স্বাভাবিক মনে হচ্ছ আসলে ততোটাই জটিল। এই যে আমরা এক হাতে বোতল ধরে আরেক হাতে ঢাকনা খুলছি। একহাতে পেরেক ধরে সেটি হাতুড়ি দিয়ে বিধে দিচ্ছে। এ ধরণের কাজ করতে অনেক শক্তিশালী মস্তিষ্কের প্রয়োজন, যেটা এই প্রাণীদের আছে।

৮. কুমির ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি চোয়ালের জোর আছে যে প্রাণীর সেটি হল কুমির। বিশেষজ্ঞরা বলছেন কুমিরের চোয়াল দুই হাজার কিলোগ্রাম শক্তিতে তার শিকারকে ঘায়েল করে। আর একবার চোয়াল খুলে বন্ধ করতে তার সময় লাগে মাত্র ৫০ মিলি সেকেন্ড। অর্থাৎ চোখের পলক ফেলার চেয়ে ছয় গুণ দ্রুত। অথচ কুমিরের পুরো শরীর বিশেষ করে তার চোয়াল ভীষণ সংবেদনশীল। মানুষের আঙ্গুলের আগার চাইতেও ১০ গুণ বেশি। এই সংবেদনশীল শরীরের সাহায্যে কুমির স্থির জলেতে ২০ মিটার দূরে তার শিকারের অবস্থান টের পায়। এছাড়া জলের নীচে কুমির তার কান ও নাকের ছিদ্র বন্ধ রাখতে পারে। জল থেকে রক্ষায় চোখের ওপরে থাকে আলাদা একটি পর্দা। তাছাড়া কুমিরের পাকস্থলী পাথরও হজম করতে পারে।

৯. ডলফিন ঃ পৃথিবীতে যতো ডলফিন আছে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম বা সিগনেচার শব্দ রয়েছে। সেই শব্দ দিয়ে তারা নিজেদের পরিচয় দেয়। এছাড়া ডলফিনের সবচেয়ে বড় দক্ষতা হল এরা তুখোড় বুদ্ধিমান। সেইসাথে তারা দলবেঁধে সফলভাবে শিকার করে। ডলফিনের মস্তিষ্কের সেরিবেলাম এবং সেরেব্রাল কর্টেক্স দুটি অংশ বেশ উন্নত। এ কারণে ডলফিন দূর থেকে শিকারের অনুসন্ধান, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো বিভিন্ন জটিল কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ডলফিন মাছ ধরে ধরে শিকার করে না। বরং তারা এক ঝাঁক মাছকে ফাঁদে ফেলে। প্রথমে দূর থেকে তারা মাছের ঝাঁকের অবস্থান শনাক্ত করে, তারপর পানিতে লেজের ঝাপটা দিয়ে কাদা তুলে একটি প্রাচীরের মতো তৈরি করে। এতে মাছের ঝাঁক কাঁদার ঘোলা জল দেখে বিভ্রান্ত হয়ে আটকা পড়ে আর লাফাতে থাকে। আর ডলফিন একের পর এক মাছ খেতে থাকে।

১০. শিকারি পাখি ঃ শিকারি পাখিদের নখরযুক্ত এই পা'কে বলা হয় ট্যালন। পাখিরা তাদের শিকারের প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ এই ট্যালনের সাহায্যেই ধরে থাকে। শিকার ধরার সময় নখরগুলো অনেকটা মাছ ধারা বড়শির মতো কাজ করে। ট্যালনের নীচে থাকা প্রেশার সেনসিটিভ প্যাড এবং স্পাইক পিচ্ছিল শিকারকেও শক্তভাবে আঁকড়ে রাখতে পারে। এবং একবার ট্যালনে শিকার বিঁধলে সেটি একদম লক হয়ে যায়। এতো দূর থেকে শিকারি শনাক্ত করতে তারা কাজে লাগায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শক্তি। শিকারি পাখিরা একই সময়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রকে ফোকাসে করতে পারে। সেইসাথে শক্তি যোগায় তাদের গতি। একটি পেরিগ্রিন ফ্যালকন ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার গতিতে শিকারকে ঘায়েল করে। এজন্য আগে তারা ওপরে উঠে শিকার শনাক্ত করে। তারপর ডানা গুটিয়ে জেট প্লেনের মতো শো করে নীচে নেমে শিকার ধরে তারপর ডানা মেলে নিয়ে যায়।

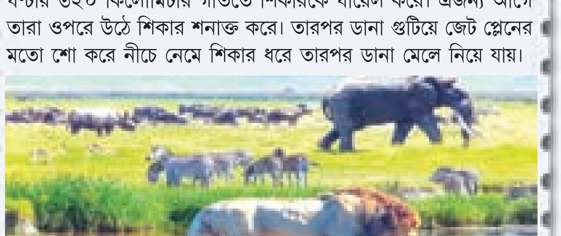

জানা অজানা

দক্ষিণ কোরিয়ায় নিম্ন জন্ম হারের নতুন রেকর্ড

দক্ষিণ কোরিয়া আগে থেকেই বিশ্বে সবচেয়ে কম জন্মহারের দেশ ছিল। কিন্তু ২০২৩ সালে দেশটিতে এত কম শিশু জন্মগ্রহণ করেছে যে নিম্ন জন্মহারের নতুন রেকর্ড হয়েছে। সেই সঙ্গে ২০২৩ সালেও দেশটিতে মোট জনসংখ্যা আগের বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এ নিয়ে টানা চতুর্থ বছর দেশটিতে মোট জনসংখ্যা হ্রাস পেলো। শিশু জন্মহার হ্রাস মানে দেশে শ্রমশক্তির হ্রাস এবং বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। যে কোনো দেশের অর্থনীতিতেই জনসংখ্যার এই পরিসংখ্যান নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দেশে জন্মহার বাড়াতে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু সরকারের সব প্রচেষ্টাই এখন পর্যন্ত ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় নারীরা সন্তান জন্মদানে আগ্রহ দিন দিন হারিয়ে ফেলছেন। দেশটিতে গড়ে একজন নারীর তার জীবনের পূর্ণ প্রজনন সময়ে সন্তান জন্মদানের হার মাত্র ০ দশমিক ৭২। গত বছরও যে হার ছিল ০ দশমিক ৭৮। শিশু জন্ম ও নারী প্রজনন হার নিয়ে বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ পায়। ২০১৮ সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়াই দ্য অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) এর একমাত্র সদস্য যাদের নারী প্রজনন হার ১ এর নিচে। এ পরিস্থিতিতে জন্মহারের নিম্নগতি আটকাতে জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে দেশটির সরকার। গত ডিসেম্বরে সরকার থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে 'অসাধারণ কিছু ব্যবস্থা' গ্রহণের প্রতিশ্রুতিও এসেছে। এ বছর এপ্রিলে দক্ষিণ কোরিয়ায় জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের জন্য আরো বাসস্থান এবং আরো সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, যাতে জন্মহার হ্রাসের প্রবণতা আটকে দেওয়া যায়। দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় বিয়েকে সন্তান জন্মদানের পূর্বশর্ত হিসেবে দেখা হয়। সেখানে শিশু জন্মহার হ্রাসের পাশাপাশি তরুণদের মধ্যে বিয়ে করার প্রবণতাও হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে জীবনযাত্রার অত্যধিক ব্যয় এবং অস্বাভাবিক দীর্ঘ কর্মঘণ্টাকে দায়ী করা হচ্ছে। নারীদের ঘর-বাহির দুটোই সামলাতে হয় বলে তাদের মধ্যে সন্তান জন্মদানে অনাগ্রহ বাড়ছে। জন্মহার হ্রাস এবং বয়স্ক জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সমস্যা শুধু দক্ষিণ কোরিয়াকেই মোকাবেলা করতে হচ্ছে না। বরং তাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকেও একই সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। ২০২২ সালে জাপানে জন্মহার রেকর্ড হ্রাস পেয়ে ১ দশমিক ২৬ হয়। চীনে ছিল আরো কম, ১ দশমিক ০৯। যা দেশটিতে নতুন রেকর্ড।

যে ১০টি লক্ষণ দেখলে ডায়াবেটিস রোগের পরীক্ষা করাতে হবে

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট)-এর একটি জরিপে দেখা গেছে, দেশে মোট ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এক কোটি ১০ লাখ। এদের মধ্যে ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা ২৬ লাখ আর ৩৫ বছরের বেশি বয়সীদের সংখ্যা ৮৪ লাখ। বাংলাদেশের ডায়াবেটিক সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন বলছেন, ‘‘যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে, তারা প্রথমদিকে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেন না। কারণ এটা হচ্ছে ধীরগতির ঘাতক। যার হয়েছে, সেদিনই তাকে বিপদে ফেলবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে তার শরীরের ক্ষয় করে দেবে।’’

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস অশনাক্ত থাকলে বা চিকিৎসা না হলে কিডনি, লিভার, চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সঙ্গে শরীরের ত্বক নষ্ট হয়ে যায়, চুল পড়ে যায়। শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ক্ষতির শিকার হতে পারে। মি. সাইফুদ্দিন বলছেন, ''যারা যত বেশি শারীরিক পরিশ্রম করবেন, প্রতিদিন যদি অন্তত ১০ হাজার কদম কেউ হাঁটেন, তাহলে ডায়াবেটিক হলেও সেটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে। কিন্তু সেটা কতজন করেন?'' তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, ''কেউ ডায়াবেটিক হলে অবশ্যই তার জীবনযাপনে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে।''

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টাইপ-২ ধরণের ডায়াবেটিসের ৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রেই আগেভাগে সতর্ক থাকলে, শারীরিক পরিশ্রম করলে এবং খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপনে নিয়ন্ত্রণ আনলে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু একবার ডায়াবেটিস হয়ে গেলে আর এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। যে সব লক্ষণ দেখলে সতর্ক হতে হবে ঃ

ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া ও পিপাসা লাগা
দুর্বল লাগা' ঘোর ঘোর ভাব আসা
ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া
সময়মতো খাওয়াদাওয়া না হলে রক্তের শর্করা কমে হাইপো হওয়া
মিষ্টি জাতীয় জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়া
কোন কারণ ছাড়াই অনেক ওজন কমে যাওয়া
শরীরে ক্ষত বা কাটাছেঁড়া হলেও দীর্ঘদিনেও সেটা না সারা
চামড়ায় শুষ্ক, খসখসে ও চুলকানি ভাব
বিরক্তি ও মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠা
চোখে কম দেখতে শুরু করা

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাদের বাবা-মা, ভাই-বোন বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের ডায়াবেটিস রয়েছে, তাদের এই রোগটিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি রয়েছে। এছাড়া যারা নিয়মিত হাঁটাচলা বা শারীরিক পরিশ্রম করেন না, অলস বা অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করেন, তাদের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এছাড়া নারীদের গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস রোগ হতে পারে। যাদের হৃদরোগ রয়েছে, রক্তে কোলেস্টেরল বেশি, উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তাদেরও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। যেসব শিশুর ওজন বেশি, যাদের বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের ডায়াবেটিস রয়েছে, যাদের মায়ের গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হয়েছিল, সেই সব শিশুর ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ডায়াবেটিক সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন বলছেন, যাদের ঝুঁকি রয়েছে, তাদের অবশ্যই বছরে একবার ডায়াবেটিস পরীক্ষা করাতে হবে। এজন্য সবসময় হাসপাতালে যেতে হবে এমন নয়। এখন অনেক ফার্মেসিতে স্বল্পমূল্যে দ্রুত ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা যায়। সেখান ডায়াবেটিস শনাক্ত হলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। যাদের শিশুর ঘনিষ্ঠ স্বজনদের ডায়াবেটিসের ইতিহাস রয়েছে, তাদেরকেও বছরে অন্তত একবার করে পরীক্ষা করাতে হবে। মি. সাইফুদ্দিন বলছেন, ''ডায়াবেটিস যত তাড়াতাড়ি শনাক্ত করা যাবে, সেই রোগীর জন্য সেটা ততো ভালো। তাতে তিনি যেমন রোগটির চিকিৎসা দ্রুত শুরু করতে পারবেন, পাশাপাশি তার জীবনযাপনও একটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসবে।''

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

শান্তির খোঁজে সৌদি আরবে জেলেনস্কি

রিয়াদ ঃ সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গেবৈঠক করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। আজ বুধবার এই বৈঠকে রুশ আগ্রাসন বন্ধ করে শান্তি আলোচনা শুরুতে সৌদি আরবকে কার্যকরী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়।

ইউক্রেনের রুশ আগ্রাসনের দুই বছর পেরিয়ে গেছে। ২০২২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে স্থল অভিযান শুরু করে রাশিয়া। দীর্ঘ এই সময়ে দুই পক্ষের প্রচুর সেনা হতাহতের শিকার হয়েছেন। মারা গেছেন অনেক বেসামরিকও। তবে এখনো পর্যন্ত যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষ্মণ নেই। তবে আগের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে রাশিয়া। যুদ্ধের প্রথম বছরে ইউক্রেনের অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধে কিছুটা দিশেহারা হয়ে যায় রুশ সেনারা। তবে সাম্প্রতিক আভদিভকা শহর দখল ও নাভালনিস ও প্রিগোজিনের মৃত্যু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের অবস্থানকে আরও সংহত করেছে।

এমন অবস্থায় সৌদি আরব গেলেন জেলেনস্কি। সৌদি যুবরাজ এবং প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন বন্ধ এবং যুদ্ধবন্দিদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি।

জেলেনস্কির ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, জেলেনস্কি ইউক্রেনে আগ্রাসন বন্ধ এবং রাশিয়া থেকে যুদ্ধবন্দিদের ফিরিয়ে আনার জন্য চাপ দেওয়ার প্রয়াসে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের (এমবিএস) সঙ্গে সৌদি আরবে আলোচনা করেছেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ইউক্রেনে ন্যায় পন্থায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে সৌদি আরবের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। সৌদি আরবের নেতৃত্বে একটি ন্যায্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে সৌদ রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ) বলেছে, ইউক্রেন রাশিয়া সংকট সমাধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার জন্য সৌদির আগ্রহ এবং সমর্থন নিশ্চিত করেছেন যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান।

অবশেষে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে সংস্কারের উদ্যোগ

ঢাকা ঃ ব্যাংক খাতে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নিয়োগে নতুন নীতিমালা জারি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নীতিমালায় এমডির যোগ্যতা, নিয়োগ পদ্ধতি ও অপসারণসহ বিভিন্ন বিষয় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

বিশ্লেষদের একাংশ বলছেন, এমডিদের জন্য যে নীতি করা হয়েছে তা ইতিবাচক, তবে ব্যাংক খাতে সুশাসনের প্রধান অন্তরায় এখন পরিচালনা নীতি ও পরিচালনা পর্ষদ আইন, সেখানে পরিবর্তন না আনলে সুশাসনের পথে এগোনো যাবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের এমডিদের নিয়োগ হবে সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য। ব্যাংক ও আর্থিক খাতে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৪৫ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। এমডি হতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়োগ কমিটির কাছে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে। কেউ হঠাৎ করেই এমডির পদ ছাড়তে পারবেন না। আবার কোনো ব্যাংক চাইলেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া অপসারণ করতে পারবে না। দুই ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ব্যাংকের কমিটির কাছে ব্যাখ্যা দিতে হবে। কমিটি যে সিদ্ধান্ত দেবে, তাই চূড়ান্ত হবে। এমডি নিয়োগের ক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ অবলোপন ও আদায়ে পারদর্শিতা দেখবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এমডি পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই নীতি। তবে পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে এমডি থাকাকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো ধরনের পরিদর্শনে কেনো নেতিবাচক রিপোর্ট থাকতে পারবে না। এমডিদের এই সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি তাদের দায়িত্বও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এমডির পরিবারের কোনো সদস্য ওই ব্যাংকের পরিচালক হতে পারবেন না। আর তাদের বেতন, সুযোগসুবিধা কী হবে তাও বলা হয়েছে নীতিমালায়। বাংলাদেশে বিদেশি ব্যাংকের এমডি নিয়োগেও একই নিয়ম কার্যকর হবে। যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নুরুল আমিন বলেন, কিছুদিন ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক খাতে সুশাসন আনার জন্য কিছু নীতিমালা করছে। এর আগে তারা পরিচালানা পর্ষদের গঠন কেমন হবে তা নিয়েও একটা প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এখন এমডি নিয়োগের ব্যাপারে একটা নীতিমালা করলো। এমডি নিয়োগের নীতিমালাকে আমি ভালোই বলবো। বাংলাদেশ ব্যাংক একটি কমিটির মাধ্যমে তাদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার যে বিধান করেছে তাতে এখন থেকে আর লুকিয়ে লুকিয়ে এমডি নিয়োগ দেয়া যাবে না। এর আগে আমরা দেখেছি শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ আরো অনেক বিষয় গোপন রাখা হয়েছে এমডি নিয়োগের ক্ষেত্রে।

তবে তিনি মনে করেন, ব্যাংক খাতের সুশাসন নির্ভর করে বাস্তবায়নের ওপর। যেসব নতুন নীতি করেছে তা কতটা বাস্তবায়ন করা যাবে তার ওপর। বাংলাদেশ ব্যাংকের কমিটি কতটা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকবে সেটাও দেখার আছে।

আরেকটি বিষয় হলো, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ। এখন একই পরিবারের তিনজনসহ তাদের পাঁচজন পরিচালনা পর্যদে নিয়োগ দেয়ার সুযোগ আছে। তিনজন একই পরিবারের আর দুইজন তাদের প্রতিষ্ঠানের। ফলে তারা পরিচালনা পর্ষদে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। পরিচালনা পর্ষদই ব্যাংকের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, বলেন তিনি।

তার কথা, অনেক সময় একজন পরিচালকই তো অনেক কিছু করে ফেলেন তার প্রভাবের কারণে। সেখানে পাঁচ জন হলে তো কথাই নেই। এখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা ছাড়া সুশাসন সম্ভব নয়।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য বা পরিচালক হওয়ার নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। পরিচালক হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স করা হয় ৩০ বছর। আগে ২২ বছর বয়সেও ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার উদাহরণ আছে। এছাড়া ব্যবসা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা এবং ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে কোনো অভিজ্ঞতা বিবেচনায় না নেয়া, কর খেলাপি, ঋণ খেলাপি না হওয়া, আর্থিক অপরাধে দণ্ডিত না হওয়া -এই বিষয়গুলো আছে। কিন্তু যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আপত্তি, সেই একই পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের মোট পাঁচজন পরিচালক হওয়ার বিধান বহাল আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ মনে করেন, ব্যাংকের সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো পরিচালনা পর্যদ। সেখানে আগে সংস্কার প্রয়োজন। এমডি নিয়োগে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোনের বিষয়টি ঠিক আছে। তারা পরীক্ষা নেবে, সেটা হলে তাদের সার্টিফিকেট, অভিজ্ঞতা এগুলো চেক করবে। তারা এমডিকে একটা কমফোর্ট জোনে রাখতে চায়। এই বিষয়গুলো ভালো। কিন্তু মূল সমস্যা তো পরিচালনা পর্যদে। তিনি মনে করেন, আগে পরিচালনা পর্ষদের বিষয় ঠিক করতে হবে। সেটা না করে এগুলো খুব বেশি কাজে আসবে বলেন মনে হয় না। পরিচালনা পর্যদের কাছে তারা তো অসহায়। এমডিরা চাইলেও তাদের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারবেন না।

বাংলাদেশ ব্যাংক এমডিদের মেয়াদ তিন বছর করলেও অনেক ব্যাংকে পাঁচ বছর মেয়াদে এরই মধ্যে এমডি নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত বা নিয়োগ রিভিউ করা হবে কিনা জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হক বলেন, যারা এখন এমডি হিসেবে নিযুক্ত আছেন, তাদের ব্যাপারে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে না। তবে নতুন নিয়োগ এবং যখন নিয়োগ নবায়ন হবে, তখন নতুন নীতি কার্যকর হবে। নিয়োগ নবায়ন বা পুনর্নিয়োগ নতুন নিয়োগ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পরিচালনা পর্যদে একই পরিবার ও তাদের প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পাঁচজন নিযুক্ত হওয়ার নিয়ম বহাল থাকলেও আমরা নিয়ম করে দিয়েছি কত অংশ শেয়ার থাকলে কতজন পরিচালক হতে পারবেন।তার কথা, ব্যাংক ও আর্থিক খাতে আমরা সংস্কার শুরু করেছি। এটা অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গত, দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভুত করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে এজন্য দুর্বল ব্যাংকগুলো তাদের অবস্থার উন্নয়নে পাঁচ বছর সময় পাচ্ছে।

টুকরো খবর

সভাপতি ভূপেন বরার মতামত অনুযায়ী তুফান এলে ক্ষতি হবে, বরং পরিবর্তনের জন্য মৃদু মৃদু বাতাস যথেষ্ট বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামী বিজেপিতে যোগদান করলে তাকে স্বাগত জানানো হবে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ কংগ্রেসের তুফানের জবাবে মুখ্যমন্ত্রীর মৃদু মৃদু বাতাসের উদাহরণ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবার ব্যাপক তৎপর হয়ে ওঠে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশে কংগ্রেসের তুফান আসতে চলেছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। তবে এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্পষ্ট মতামত তুফান এলে ক্ষতি হয়। তুফান মানুষকে অনেক দুঃখ কষ্ট দেয়। ফলে তুফান আগুন ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। পরিবর্তনের জন্য হালকা হালকা মৃদু মৃদু বাতাসই যথেষ্ট। তাছাড়া কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামী বিজেপিতে যোগদান করলে তাকে স্বাগত জানানো হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত রাজ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের অন্যতম অংশীদার দল আম আদমি পার্টি ইতিমধ্যে নিজস্বভাবে তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। তবে এরপরেও দলটির রাজ্য সভাপতির সঙ্গে গুয়াহাটি মহানগরের চা নিলাম কেন্দ্রের চা হোটেলে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেছেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডি জোট সরকার গঠন করতে চলেছে। সারা ভারতবর্ষে তুফান আসতে চলেছে। এক্ষেত্রে তিনি কাউকে পরোয়া করেন না। তিনি স্বয়ং লড়বেন এবং দলীয় কর্মীরাও লড়বেন। দেশের সরকার পরিবর্তন করবে কংগ্রেস। কারণ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডি জোট ভারতে সরকার গঠন করতে চলেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অবশেষে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন খারাপ কথা চিন্তা করা উচিত নয়। তুফান আবার কি। তুফান এলে তো মানুষের ক্ষতি হয়। তুফান এলে মানুষের বাড়ির টিন উড়ে যায়, ঘর বাড়ি বিনষ্ট হয়। ফলে মন পবিত্র হওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তুফান আসবে, আগুন জ্বলবে এই ধরনের কথাবার্তা রাজনীতি করা ব্যক্তিদের বলা উচিত নয়। মৃদু বাতাস এলেই পরিবর্তন হয়। বিজেপি সরকার এই মৃদু মৃদু বাতাস দিয়েই পরিবর্তন করে দেবে। এই সরকারের তুফানের প্রয়োজনীয়তা নেই। ছোট ছোট মৃদু বাতাস অর্থাৎ এখানে বাঁধ, সেতু সেখানে সড়ক। এই ধরনের মৃদু মৃদু বাতাস দিয়ে অসমের উন্নতি করা হবে। উদাহরণ স্বরূপে তিনি মিসিং সাহিত্য সভা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ছোট ছোট সিদ্ধান্ত, মৃদু মৃদু বাতাস এই অসমের প্রত্যেক মানুষের মন ভালো করে রেখেছে। তুফান কিন্তু মানুষের মন খারাপ করে। কংগ্রেস তুফান চায় আগুন চায়। কিন্তু বিজেপি মানুষের মন ভালো থাকা ছোট ছোট মৃদু মৃদ বাতাস চাইছে। বর্তমান এখানে যেই সুন্দর মৃদু মৃদু বাতাস বইছে সেটাই বিজেপি চায় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিকে তিনি বলেন রাজ্যে কংগ্রেস থাকার কোন অর্থ নেই। কারণ এই সরকার প্রত্যেকের কাজ করছে। কংগ্রেসের কাজ করছে বিজেপিরও কাজ করছে। যতদিন পর্যন্ত সরকার ভালো কাজ করছে সাধারণ জনতা সঙ্গে থাকবে। ভালো কাজ না করলে আমজনতা কাছে থাকবে না বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। অন্যদিকে অসাম প্রদেশ কংগ্রেসের উপসভাপতি রানা গোস্বামী বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন বলে সংবাদ মাধ্যমের প্রচারিত খবরের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন রানা গোস্বামী রাজ্যের একজন প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ। তিনি যোরহাটের একজন শক্তিশালী কংগ্রেস নেতা। বিজেপির জয়যাত্রা সময়ও যোরহাট পুরসভা, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে রানা গোস্বামী নিজের শক্তি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে রানা গোস্বামী বিজেপিতে যোগদান করলে তিনি খুশি হবেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বর্তমান সময় পর্যন্ত রানা গোস্বামীর সঙ্গে বিজেপির কোনো যোগাযোগ সৃষ্টি হয়নি। তবে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কংগ্রেসের নেতা বিজেপিতে যোগদান করলে তিনি খুশি হবেন কিনা তাহলে তিনি খুশি হবেন বলেই মন্তব্য করবেন। মূল কথা রানা গোস্বামী বিজেপিতে এলে তাকে স্বাগত জানানো হবে। তবে রাজনীতিতে থাকা প্রতিটি মানুষ নিজের হিসাব নিকাশ করেন। ফলে কারো উপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে রানা গোস্বামীকে স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মোদি সরকারের সারা দেশ জুড়ে শীঘ্রই কা আইন বলবৎ করার সম্ভবনা

সম্ভাব্য আন্দোলন প্রতিরোধ করার স্বার্থে সারাদেশের পুলিশকে গোপন বার্তা, প্রস্তুত থাকার নির্দেশ, ১০ মার্চ থেকে অসম পুলিশের ছুটি বাতিল, থানায় থানায় ক্যাদানো গ্যাস, লাঠি মজুত, আন্দোলন ঠেকানোর মহড়া অব্যাহত

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ফের কা প্রসঙ্গ। অতি শীঘ্র সারা দেশ জুড়ে কা আইন বলবৎ হতে চলেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রযোজ্য হওয়ার আগেই মোদি সরকার সারা দেশ জুড়ে কা আইন বলবৎ করতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আন্দোলন প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য পুলিশকে পাঠানো গোপন বার্তার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে সম্ভাব্য আন্দোলন প্রতিরোধ করার স্বার্থে সারাদেশের পুলিশকে গোপন বার্তা প্রেরণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজ্যের পুলিশকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বার্তা পেয়ে ১০ মার্চ থেকে অসম পুলিশের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের থানায় থানায় ক্যাদানো গ্যাস, লাঠি ইত্যাদি মজুত করে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে চলছে প্রতিবাদ আন্দোলন বিরোধী অসম পুলিশের জওয়ানদের মহড়া। প্রসঙ্গত অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অর্থাৎ ইউসিসি এবং নাগরিকত্ব আইন অর্থাৎ কা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। বিরোধীপক্ষ বিষয়ের দুটি উত্থাপন করার বিপরীতে শাসক পক্ষের তরফে জবাব দেওয়া হয়েছে। কা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্পষ্ট ভাবে বলেছেন বর্তমান নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আইন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তবে বর্তমান এই আইনের বিধি প্রস্তুত এর কাজ চলছে। কা আইন সংক্রান্তে বিধি প্রস্তুত হওয়ার পর এক্ষেত্রে কাকে এবং কিভাবে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলেও বিধানসভায় জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে কা আইন অতি শীঘ্র যে সারাদেশে বলবৎ হতে চলেছে সেটা প্রতিটি রাজ্যের পুলিশকে পাঠানো কেন্দ্রীয় সরকারের বার্তার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কা আইন প্রযোজ্য হলে সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় সম্ভাব্য প্রতিবাদী আঃেদালন প্রতিরোধ করার স্বার্থে পুলিশদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই গোপন বার্তা অসম পুলিশের কাছেও পৌঁছে গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এরই ফল স্বরূপে সম্পূর্ণ গোপনে রাজ্যের ডিজিপি জিপি সিংহ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি মহানগরের প্রতিটি থানার অফিসার ইনচার্জ এর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। তবে সেই বৈঠকে কি আলোচনা হয়েছে কিংবা সেই বৈঠকের উদ্দেশ্য কি সেটা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের গোপন বার্তার ফলস্বরূপ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। অন্যদিকে আগামী ১০ মার্চ থেকে রাজ্যের পুলিশ কর্মী জওয়ানদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুলিশ এই সংক্রান্তেও কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। তাছাড়া রাজ্যের প্রতিটি থানায় ক্যাদানো গ্যাস, লাঠি ইত্যাদি মজুত করে রাখা হচ্ছে। মূলত যেকোন প্রতিবাদী আন্দোলন ঠেকাতে পুলিশের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা হচ্ছে। একইভাবে বিভিন্ন জেলায় পুলিশের মোহরা চলছে। অর্থাৎ যেকোনো ধরনের দাঙ্গা, গন্ডগোল, হাঙ্গামা, সংঘর্ষ, প্রতিবাদী আন্দোলন প্রতিরোধ করা তথা কোনো ব্যক্তি যদি এক্ষেত্রে আহত হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অসম পুলিশের মগড্রিল চলছে। ইতিমধ্যে মরিগাঁও জেলায় এই ধরনের মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছেন অসম পুলিশের জওয়ানরা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই ধরনের মগড্রিল অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে কা আইন বিরোধী আঃেদালনকারী সংস্থা গুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ শুরু করেছে অসম পুলিশ। বিভিন্ন ছাত্র সংস্থা এবং সংগঠন গুলোর নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে আঃেদালন থেকে তারা যেন বিরত থাকেন সেই প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তবে কা আইন বলবৎ করা হলে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে ইতিমধ্যে হুমকি দিয়েছে সারা অসম ছাত্র সংস্থা সহ বিভিন্ন দল সংগঠন। এদিকে কা আইন প্রস্তাবিত বলবৎ হওয়া প্রসঙ্গে সংক্রান্তে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকের মাধ্যমে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কা আইন বলবৎ হলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি জেলা কমিটিকে নির্দেশ জারি করেছে। অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সভাপতি পলাশ চাংমাই, সাধারণ সম্পাদক রাতুল বরগোহাই, মুখ্য উপদেষ্টা প্রতাপ বরুয়া এক নির্দেশ জারি করে বলেছেন আগামী ১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কা আইন বলবৎ করার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়ে থাকার জন্য প্রত্যেক জেলা কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কা আইনের বিরুদ্ধে যাতে ব্যাপক প্রতিবাদী আঃেদালন গড়ে তোলা হয় সেক্ষেত্রে জেলা কমিটির সদস্যদের প্রস্তুত হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি।

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা

দলের অবজ্যারভার তালিকা নিয়ে মঙ্গলবার দিল্লি উপস্থিত, বুধবার গেলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার পরেই শাসক দল বিজেপি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এই তথ্যের প্রমাণ পাওয়া গেল মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্যে। তিনি জানান লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির প্রার্থী তালিকা এদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত হতে যাচ্ছে। দলের অবজারভার তালিকা নিয়ে মঙ্গলবার দিল্লি উপস্থিত হয়েছেন বলে জানালেন তিনি। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে এই তালিকার চূড়ান্ত রূপ দেবেন। বিজেপির ১২ জনের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে। সহযোগী দুটি দলের জন্য দুটি আসন ছেড়ে দেবে বিজেপি। সহযোগী দল ইউপিপিএলকে কোকরাঝাড় এবং অসম গণপরিষদকে বরপেটা কিংবা কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীত্ব দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত উজান অসমের মাজুলী, গহপুর, বিশ্বনাথ ইত্যাদি এলাকায় সফর করে মঙ্গলবার আয়োজিত বিভিন্ন জনসভায় অংশ নিয়ে বসুন্ধরা ২.০ প্রকল্পের অধীনে জমির পাট্টা বিতরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন এদিন দলের অবজারভার দিল্লিতে গেছেন। আজকের দিনটির মধ্যে নামের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত হবে। বুধবার দিল্লিতে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তবে চূড়ান্ত তালিকার ক্ষেত্রে বারংবার নাম পরিবর্তন করা হবে না। অর্থাৎ প্রার্থী তথা দলীয় নেতাদের লবী করার মতন কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না। একদিনের মধ্যেই যে নাম পাওয়া যাবে সেটার তালিকা দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে অবজারভার জমা দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুধবার স্বয়ং দিল্লিতে উপস্থিত হয়েছেন। অসমে বিজেপির প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে আয়োজিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন তিনি। এই বৈঠকে প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পুনরায় সাড়ে ১১ টি আসনের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সাড়ে ১১ টি আসন নিশ্চিত। তবে একটু প্রচেষ্টা করলে ১২ টি আসনও পাওয়া যেতে পারে। তবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোট নিম্নতম ১১ টি আসন যে পাবে সেটা নিশ্চিত বলে ফের একবার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এদিকে আগামী এক দুজনের মধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন শাসক মিত্র জোট প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার এই মুহূর্তে এআইইউডিএফ দুটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী প্রায় নিশ্চিত করেছে বলে জানালেন দলটির বিধায়ক আমিনুল ইসলাম কনিষ্ঠ। তিনি বলেন প্রার্থী তালিকা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ না করলেও ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল এবং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে আমিনুল ইসলাম জ্যেষ্ঠ দলীয় প্রার্থী হওয়া প্রায় নিশ্চিত। এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের জন্য এখনো প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়নি। কারণ সেখানে দুইজন প্রার্থী রয়েছেন এবং দুজনের প্রার্থীত্ব বেশ জোরালো। দুজন সমান ভাবে করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের দাবিদার। ফলে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে নেওয়া হবে বলে জানালেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম কনিষ্ঠ।

তৃতীয় বিভাগ থেকে কোপা দেল রে ফাইনাল : মায়োর্কা ও প্রাৎসের রূপকথা

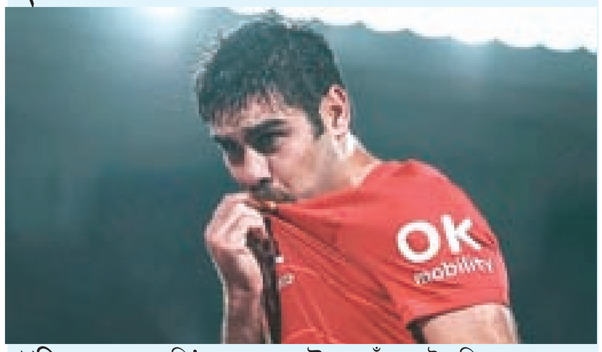

প্যারিস ঃ ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে তাঁরা নেই। বিশ্বসেরা হওয়ার দৌড় থেকে তাঁরা আলোকবর্ষ দূরে। কিন্তু ক্লাবের সমর্থকদের কাছে তাঁদের মূল্য যাচাই হয় সোনার মোহরে ফুটবলে এমন খেলোয়াড়ও কিন্তু আছেন। তারকা ইমেজ নেই, আর দশজন ফুটবলারের মতোই সাধারণ, কিন্তু ক্লাব অন্তঃপ্রাণ সমর্থকেরা এমন ফুটবলারকে ভালো না বেসে পারেন! রিয়াল মায়োর্কার আবদন প্রাৎস তেমনই এক ফুটবলার। স্প্যানিশ কোপা দেল রে সেমিফাইনাল ফিরতি লেগে কাল রাতে রিয়াল সোসিয়েদাদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে মায়োর্কা। দুই লেগ মিলিয়ে ১-১ ব্যবধানে দুই দল সমতায় থাকায় খেলা গড়ায় স্নায়ুক্ষয়ী টাইব্রেকারে। সেখানে ৫-৪ ব্যবধানের জয়ে ২০০৩ সালের পর প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে মায়োর্কা। ফাইনালে ক্লাবটি নিজেদের ১০৭ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় শিরোপার সন্ধান করবে। যেবার প্রথম শিরোপাটা এসেছিল ২১ বছর আগের সেই কোপা দেল রে ফাইনালে মায়োর্কার হয়ে জোড়া গোল করেছিলেন ক্যামেরুন ও মায়োর্কা কিংবদন্তি স্যামুয়েল ইতো। প্রাৎস তখন ১১ বছর বয়সী কিশোর। মায়োর্কা নামের দ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় ফুটবল খেলে বেড়াতেন। ইতোর সেই জোড়া গোল প্রাৎসের চোখ খুলে দিয়েছিল। তাঁর চাচা টনি মায়োর্কার গোলকিপার ছিলেন। ইতোর সেই গোলের পর থেকেই প্রাৎস স্বপ্ন দেখেছেন, একদিন মায়োর্কার হয়ে খেলবেন। বাকিটা নিশ্চয়ই আপনার জানা। বয়সভিত্তিক দল থেকে মায়োর্কার রিজার্ভ দল (বি) ও মূল দলে খেলে বছর দুয়েকের জন্য ঠিকানা পাল্টেছিলেন প্রাৎস। ২০১৭ সালে ফিরে আসেন নিজের জন্মশহরের এই ক্লাবে। ৩১ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে সেমিফাইনাল ফিরতি লেগে মাঠে দেখা যায়নি। স্কোয়াডেই ছিলেন না। কিন্তু ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'গার্ডিয়ান'-এর লাইনগুলো পড়লে বোঝা যায়, প্রাৎসের মাঠে নামা কিংবা না নামায় আসলে কিছু যায় আসে না। তিনি এরই মধ্যে 'রিয়াল মায়োর্কার আল্টিমেট কাল্ট হিরো। দ্বীপটির একজন আইকন। যে ক্লাবের তিনি সমর্থক, সেই ক্লাবকেই তৃতীয় বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে তুলেছেন, এখন গত দুই দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথম ফাইনালের দেখা পাইয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন।' সেমিফাইনাল ফিরতি লেগের আগে তাঁকে নিয়ে লেখাটা প্রকাশ করেছিল গার্ডিয়ান। গত ২৪ জানুয়ারি কোয়ার্টার ফাইনালে প্রাৎসের জোড়া গোলে জিরোনাকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠে এসেছিল মায়োর্কা। এরপর দ্বীপটিতে উৎসব হয়েছে এবং লোকজন সেখানে কী করেছে, সেটা বোঝা যায় প্রাৎসের কথায়, 'কার্নিভ্যালে লোকজন আমার সাজে গিয়েছিল। নকল গোঁফ কিংবা রং করে নকল গোঁফ বানিয়ে কার্নিভ্যালে গিয়েছেন অনেকেই।' ওহ, বলাই হয়নি, প্রাৎসকে দেখে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রিভেলিনোকেও মনে পড়তে পারে। দুজনেরই যে দশাসই গোঁফ আছে! মায়োর্কার মানুষ প্রাৎসের এই গোঁফকে ভালোবাসে। রক্তমাংসের মানুষটিকে তো বটেই! প্রাৎসের নিজের কাছে মায়োর্কার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা এককথায় 'ভালোবাসার গল্প'। একাডেমি থেকে ২০১২ সালের এপ্রিলে মায়োর্কার মূল দলে সুযোগ পেয়েছিলেন প্রাৎস। অভিষেক হয় লা লিগাতেও। কিন্তু সেটা মাত্র এক ম্যাচের জন্য। এরপর ক্লাবটির হয়ে তাঁর লা লিগায় ফিরতে সময় লেগেছে ৭ বছর তখন ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন তৃতীয় মেয়াদে। এ সময়ের মধ্যে বার্হোসে ধারে খেলেছেন। দ্বিতীয় বিভাগে টেনেরিফ, মিরান্দেস ও রেসিংয়েও খেলেছেন। এরপর ২০১৭ সালে এল মাহেন্দ্রক্ষণ। আবারও মায়োর্কায় যোগ দেওয়ার ডাক পেলেন প্রাৎস। এমন নয় যে শৈশবের ভালোবাসার ক্লাবে ফিরতে নিজেকে তিনি তৈরি করেছিলেন। মায়োর্কা সে সময় স্পেনের তৃতীয় বিভাগে নেমে গিয়েছিল। ভালোবাসার টানে প্রাৎস এক ধাপ নিচে নামতে কার্পণ্য করেননি। ফিরে যান মায়োর্কায় এবং তৃতীয় বিভাগে প্রথম মৌসুমেই সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে ক্লাবকে দ্বিতীয় বিভাগে টেনে তোলেন। পরের বছর প্লে-অফে দারুণ এক গোলে মায়োর্কাকে উন্নীত করেন লা লিগায়। কিন্তু ২০১৯-২০ মৌসুমে আবারও অবনমন হয় মায়োর্কার এবং প্রাৎস আবারও কেঁচে গণ্ডূষ করেন অর্থাৎ, দ্বিতীয় বিভাগ থেকে দলকে টেনে তোলেন লা লিগায় এবং সে মৌসুমে আবারও সর্বোচ্চ গোলদাতা হন। ২০২২ সালে রায়ো ভায়োকানোর বিপক্ষে যোগ করা সময়ে তাঁর গোলে লা লিগায় টিকে থাকা নিশ্চিতও হয় মায়োর্কার। প্রাৎস ফুটবলের বাইরেও আরেকটি কাজ করেন মৃৎশিল্প। এ জন্য সময় বের করে তাঁকে ক্লাসও করতে হয়, 'সামনে কিছু প্রজেক্ট আছে। এগুলো শেষ করতে হবে। সেখানে (ক্লাসে) দুই ঘণ্টার জন্য আমি সবকিছু ভুলে যাই। এটা অনেকটাই থেরাপির মতো যে ব্যাপারটা আমি চার-পাঁচ বছর আগে আবিষ্কার করি। আমি প্লেট, মোমদানি, বাটি ও মগ বানাই।' জানতে চাওয়া হয়েছিল রিয়াল মায়োর্কার জন্য কিছু বানাতে পারবেন? প্রাৎস হেসে বলেন, 'ব্যাজটা বানাতে পারব কি না, জানি না। তবে লাল-কালো রঙের একটা বানিয়ে দিতে পারি। নিজের বানানো জিনিস ব্যবহার করতে আমি ভালোবাসি। নিজের বানানো মগে সকালবেলা কফি খেতে ভালো লাগে।' প্রাৎস বড় তারকা না হতে পারেন। কিন্তু মায়োর্কাকে যেভাবে ভালোবাসেন, তা সত্যিই অনুকরণীয়। সেমিফাইনাল ফিরতি লেগের আগে বলেছিলেন, 'মায়োর্কা স্পেনের মানচিত্রে ফিরেছে ঠিকই, তবে আমরা ফাইনালে উঠতে পারলে এবং (চ্যাম্পিয়ন হয়ে) ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারলে বিশ্বের মানচিত্রেও ফিরতে পারব।' সত্যিই কাল্ট হিরো হলে এমনই হতে হয়!

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং ঃ অলরাউন্ডারদের শীর্ষ চারে রুট, জুরেলের বড় লাফ

লন্ডন ঃ প্রথম তিন টেস্টে ব্যর্থতার পর রাঁচি টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন জো রুট। প্রথম ইনিংসে ১২২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে শীর্ষ তিনে ফিরেছেন রুট। তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ড তারকা।

ভারতের ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল তিন ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ১২ নম্বরে। তরুণ এই ওপেনার সিরিজ শুরু করেছিলেন র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৯তম অবস্থানে থেকে। রাঁচিতে প্রথম ইনিংসে ৯০ আর দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ৩৯ রান করে ভারতকে জেতানো ধ্রুব জুরেল আজ আইসিসি প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩১ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৬৯তম স্থানে।

প্রথম তিন টেস্টে রুটের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ছিল ২৯। এরপর সমালোচনার মুখে পড়া রুট রাঁচিতে প্রথম ইনিংসে ১২২ রানের ইনিংস খেলেন। বল হাতেও নিয়েছেন ২ উইকেট। টেস্ট অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে চারে উঠে এসেছেন রুট।

সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করা জয়সোয়াল রাঁচি টেস্টে প্রথম ইনিংসে করেন ৭৩, দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ৩৭। ইংল্যান্ড ওপেনার জ্যাক ক্রলি প্রথমবারের মতো আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ২০-এর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর অবস্থান তালিকার ১৭ নম্বরে।

রাঁচিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাতে প্রথম স্থানে থাকা যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অশ্বিনের রেটিং পয়েন্টের পার্থক্য কমে দাঁড়িয়েছে ২১-এ। বুমরার রেটিং পয়েন্ট ৮৬৭, অশ্বিনের ৮৪৬। স্পিনার কুলদীপ যাদব ১০ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৩২তম স্থানে। শোয়েব বশির ৩৮ ধাপ এগিয়ে আছেন ক্যারিয়ার সেরা ৮০তম স্থানে।

নেপালের বিপক্ষে ৩১ রানে ৪ উইকেট, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১৫ রানে ২ উইকেট নিয়ে ওয়ানডে বোলারদের তালিকায় ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন নামিবিয়ার বার্নাড শোল্টজ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৪২। ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে নামিবিয়ার কোনো ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ অবস্থান এটিই। টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষ ২০-এ ঢুকেছেন ট্রাভিস হেড। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ছয়ে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

জার্সি বিক্রির আয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা, বাকিরা কোথায়

প্যারিস ঃ ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে জার্সি বিক্রির প্রচলন শুরু হয়েছিল গত শতকের '৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৭৩ সালে ইংলিশ ক্লাব লিডস ইউনাইটেডের জার্সি বানিয়ে দিয়েছিল অ্যাডমিরাল, যা ছিল ক্লাব ফুটবলে কোনো ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার প্রথম ঘটনা। অ্যাডমিরালের বানানো হোয়াইট স্ট্রিপ জার্সি পরেই ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমে ইংলিশ লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিডস। ওই মৌসুমেই লিডসের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে কোচ ডন রেভির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল ভ্রাম্যমাণ এক বিক্রয়কর্মীর। তাঁর হাত ধরেই শুরু জার্সি বিক্রির যাত্রা। সেই যে শুরু, এরপর পাঁচ দশক ধরে ক্লাবের জার্সি ও অন্যান্য স্মারক বিক্রি এবং এতে ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্টতা এতটাই বেড়েছে যে বর্তমানে এটি উয়েফার বার্ষিক প্রতিবেদনের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উয়েফা সম্প্রতি ২০২৩ অর্থবছরের আর্থিক ও বিনিয়োগ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, গত বছর জার্সি ও স্মারক বিক্রি করে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে বার্সেলোনা। স্পেনের ক্লাবটি জার্সি ও স্মারক বিক্রি করে ১৭ কোটি ৯০ লাখ ইউরো আয় করেছে। করোনার সময় থেকেই বার্সা অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে। লা লিগার বেতন সীমাসংক্রান্ত নীতির গ্যাঁড়াকলে পড়ে লিওনেল মেসির সঙ্গেও চুক্তি নবায়ন করতে পারেনি তারা। মেসি যেখানেই যান, প্রচারের আলো সেখানেই পড়ে। স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞাপনের প্রধান মুখ ও আয়েরও প্রধান উৎস তিনি। তাই অনেকেই হয়তো ধারণা করেছিলেন, নিজেদের ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়কে ছেড়ে দেওয়ায় বার্সার জার্সি বিক্রিতে ভাটা পড়বে। কিন্তু হয়েছে এর উল্টোটা।

ক্রীড়াসামগ্রীর বাজারে অনেক দিন হলো রাজত্ব করে যাচ্ছে বিশ্বের শীর্ষ দুই প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নাইকি ও অ্যাডিডাস। জার্সি ও স্মারক বিক্রিতেও যুক্তরাষ্ট্রের নাইকি আর জার্মানির অ্যাডিডাস দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে লাভবান ১০ ক্লাবের ৫টির জার্সি ও স্মারক বানিয়েছে নাইকি, বাকি ৫টির অ্যাডিডাস।

সর্বোচ্চ আয় করা ১০ ক্লাবের ৫টিই ইংল্যান্ডের। দুটি স্পেনের এবং একটি করে ক্লাব জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালির। তবে গত মৌসুমে ট্রেবলজয়ী ম্যানচেস্টার সিটি জার্সি ও স্মারক বিক্রি করে সবচেয়ে বেশি আয়ের তালিকায় শীর্ষ দশে নেই।

এ তালিকায় বার্সেলোনার পরেই আছে রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবটি আয় করেছে ১৫ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। ১৪ কোটি ৭০ লাখ ইউরো আয় করে তিনে আছে বায়ার্ন মিউনিখ। যে ক্লাবের হাত ধরে ইউরোপীয় ফুটবলে প্রথম জার্সি বিক্রি শুরু হয়েছে, সেই লিডস ইউনাইটেড আছে ১৬ নম্বরে।

দেড়শ বছরে টাটা গোষ্ঠী যেভাবে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে গেছে

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ টাটা গ্রুপ অফ কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমাণ ৩৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে বলে সম্প্রতি খবর প্রকাশিত হয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যমে।

এই সম্পদ টাটা গোষ্ঠীকে ভারতের সবচেয়ে মজবুত সংস্থা বানিয়েছে। সেই হিসাবে টাটা গোষ্ঠীর মোট সম্পত্তি পাকিস্তানের 'গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট' বা জিডিপির চেয়েও বেশি।

আপনারা প্রায়শই শুনে থাকবেন রিলায়েন্স গ্রুপের প্রধান মুকেশ আম্বানি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হয়েছেন বা বিলিয়নেয়ার ব্যবসায়ী গৌতম আদানি তাকে (মুকেশ আম্বানি) পিছনে ফেলে দিয়েছেন।

কিন্তু এদের মধ্যে টাটার কোনো উল্লেখ কিন্তু শুনতে পাবেন না।

অথচ চা থেকে শুরু করে জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার গাড়ি এবং নূন তৈরি থেকে বিমান পরিষেবা বা হোটেল গ্রুপ চালানো, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাটা গোষ্ঠীর প্রভাব দৃশ্যমান।

এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে টাটা গ্রুপের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ছিল আনুমানিক ৩৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলার।

আর ইন্টারন্যাশানাল মানিটারি ফান্ড (আইএমএফ) সম্প্রতি জানিয়েছে তাদের অনুমান অনুযায়ী পাকিস্তানের জিডিপি ৩৪ হাজার ১০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ, পাকিস্তানের জিডিপিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে টাটা গোষ্ঠীর মোট সম্পদ।

আমরা যদি শুধুমাত্র টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের কথাই বলি, তাহলে এই কোম্পানির সম্পদ হল ১৭ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। এর মোট সম্পদ পাকিস্তানের অর্থনীতির প্রায় অর্ধেক।

প্রসঙ্গত, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস হল ভারতের দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় সংস্থা।

টাটার পথ চলা শুরু

এই সমস্ত কিছু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রায় দেড়শো বছর সময় লেগেছে এই সাফল্য ছুঁতে। কিন্তু একাধিক ক্ষেত্রে টাটা গোষ্ঠী প্রথম ভারতীয় সংস্থা হিসেবে নিজেদের ছাপ রেখেছে।

লোনাভালা বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার সময় ৮ই ফ্রেব্রুয়ারি ১৯১১ সালে টাটা গ্রুপের প্রধান স্যার দোরাবজি টাটা তার বাবা জামশেদজি টাটার চিন্তাভাবনার কথা বলেছিলেন। দোরাবজি টাটা ১৮৬৮ সালে এই কোম্পানির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

এই শিল্প গোষ্ঠীর অধীনে ১০টি ভিন্ন ভিন্ন খাতে ব্যবসা করে এরকম ৩০টি কোম্পানি রয়েছে।

দোরাবজি টাটা বলেছিলেন, আমার বাবার জন্য, সম্পদ উপার্জন করা অনেক পরের বিষয় ছিল। তিনি এদেশের মানুষের শিল্প ও সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নকে সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। তিনি তার জীবনে বিভিন্ন সময়ে যে প্রতিষ্ঠানগুলি শুরু করেছিলেন তার আসল উদ্দেশ্য ছিল সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উন্নয়ন।

কোম্পানির ওয়েবসাইটে তাদের মিশন বলে যে কথাগুলির উল্লেখ রয়েছে তা হল পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে একাধিক কোম্পানি শুরু করেছে এই শিল্প গোষ্ঠী।

বলা হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে টাটার প্রতিষ্ঠাতা জামসেটজি টাটাকে তার চেহারার কারণে বোম্বের একটি দামি হোটেলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনা তার উপর তীব্র প্রভাব ফেলেছিল। তিনি স্থির করেন এর চেয়ে অনেক ভাল একটি হোটেল তৈরি করবেন তিনি যেখানে প্রত্যেক ভারতীর আসা যাওয়ার অনুমতি থাকবে।

প্রথম বিলাসবহুল হোটেল

এই ভাবে ১৯০৩ সালে মুম্বইয়ে সমুদ্রের ধারে তাজ হোটেল তৈরি হয়। এই হোটেল মুম্বই শহরের একমাত্র ইমারত ছিল যেখানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, আমেরিকান পাখা এবং জার্মান লিফটের ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজ খানসামারা এই হোটেলের কর্মচারী হিসাবে কাজ করতেন। এখন আমেরিকা এবং ব্রিটেনসহ নয়টি দেশে এর শাখা রয়েছে। জামশেদজি টাটা ১৮৩৯ সালে একটি পারসি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পূর্বপুরুষদের অনেকে পারসি ধর্মগুরু ছিলেন।

তিনি কাপাস (এক ধরনের তুলা), চা, তামা, পিতল, এবং আফিমের (সে সময় বেআইনি ছিল না) ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। পুরো বিশ্ব ঘুরে দেখেছিলেন এবং নতুন নতুন আবিষ্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন জামশেদজি টাটা।

ব্রিটেন সফরের সময় ল্যাঙ্কাশায়ারে কটন মিল দেখার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই ক্ষেত্রে ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।

প্রথম টেক্সটাইল কোম্পানি

সালটা ১৮৭৭। 'মহারানী মিলস' নামে দেশের প্রথম টেক্সটাইল মিল খোলেন জামশেদজি টাটা। কুইন ভিক্টোরিয়াকে যেদিন ভারতের সম্রাজ্ঞী হিসাবে মুকুট পরানো হয়েছিল সেদিন 'মহারানী মিলস'-এর উদ্বোধন করা হয়।

ভারতের উন্নয়ন সম্পর্কে জামশেদজির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উল্লেখযোগ্য।

তিনি বলেছিলেন, একটি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য, সবচেয়ে দুর্বল এবং সবচেয়ে অসহায় মানুষকে সমর্থন করার পরিবর্তে, সবচেয়ে সক্ষম এবং সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাহায্য করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা তাদের দেশের সেবা করতে পারে।

প্রথম শিল্প শহর

জামশেদজি টাটার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল একটি ইস্পাত কারখানা তৈরি করা। কিন্তু এই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।

ছেলে দোরাবজি টাটা তার বাবার মৃত্যুর পর সেই স্বপ্ন পূরণ করেন।

টাটা স্টিল ১৯০৭ সালে উৎপাদন শুরু করে। এইভাবে ভারত এশিয়ার প্রথম দেশ হয়ে ওঠে, যেখানে একটি ইস্পাত কারখানা তৈরি করা হয়েছিল। এই কারখানার কাছে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যার নাম জামশেদপুর। আজ এটা ভারতের ইস্পাত শহর হিসাবে পরিচিত।

জামশেদজি টাটা তার ছেলে দোরাবকে একটি শিল্প শহর প্রতিষ্ঠার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, এই শহরের রাস্তা চওড়া হওয়া উচিত। গাছপালা, খেলার মাঠ, পার্ক এবং ধর্মীয় স্থানের জন্যও জায়গা থাকতে হবে।

টাটা নিজেই তার কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য ১৮৭৭ সালে পেনশন, ১৯১২ সালে আট ঘণ্টা কাজের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া এবং ১৯২১ সালে নারী কর্মীদের মাতৃত্বকালীন বিশেষ সুযোগসুবিধা সহ একাধিক নীতি তৈরি করেছিলেন।

প্রথম বিমান পরিষেবা

টাটা পরিবারের আরেক সদস্য জাহাঙ্গীর টাটা ১৯৩৮ সালে ৩৪ বছর বয়সে কোম্পানির চেয়ারম্যান হন এবং প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে এই পদে ছিলেন।

একজন শিল্পপতি হওয়ার চেয়ে বিমান চালক হওয়ার বিষয়ে বেশি আগ্রহ ছিল তার। জাহাঙ্গীর টাটার এই আগ্রহ জন্মেছিল লুই ব্লেরাইটের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর। লুই ব্লেরাইট প্রথম বিমান চালক ছিলেন যিনি ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে বিমান উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

জাহাঙ্গীর টাটা প্রথম ভারতীয় ছিলেন যিনি 'বম্বে ফ্লাইং ক্লাব' থেকে বিমান ওড়ানোর প্রশিক্ষণ নেন। তার এয়ার লাইসেন্সে নম্বর ছিল ১, যা নিয়ে তার বেশ গর্বও ছিল।

বিমানপথ মারফত ডাক পরিষেবা তিনিই ভারতের প্রথম চালু করেন। ওই বিমানে প্রায়শই ডাকের সঙ্গে যাত্রীও বহন করা হতো।

পরে এই ডাক পরিষেবা ভারতের প্রথম বিমান পরিষেবা 'টাটা এয়ারলাইনস' হয়ে ওঠে, যার নাম কিছু সময়ের পর পরিবর্তন করে 'এয়ার ইন্ডিয়া' রাখা হয়। পরে 'এয়ার ইন্ডিয়া' ভারত সরকার নিজের মালিকানায় নিয়ে নিলেও আবার সেই বিমান সংস্থাটি সরকারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে টাটা গোষ্ঠী। এয়ার ইন্ডিয়া ফিরিয়ে নেওয়ার পর টাটা সন্সের কাছে এখন তিনটি এয়ারলাইন্স রয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়া ছাড়াও 'এয়ার ভিস্তারা' রয়েছে যেখানে তাদের সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের সাথে অংশীদারিত্ব রয়েছে। টাটা গোষ্ঠীর আরেকটি বিমান কোম্পানি হল 'এয়ার এশিয়া' যেখানে মালয়েশিয়ার সঙ্গে তাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার মালিকানা ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে, টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখর ২০২১ সালের অক্টোবরে একটি বিবৃতি জারি করেছিলেন। যেখানে তিনি একে একটি 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত' হিসাবে আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, দেশের প্রধান বিমান সংস্থাগুলির মালিক হওয়া গর্বের বিষয়।

এন চন্দ্রশেখর তার বিবৃতিতে বলেছিলেন, আমাদের একটি আন্তর্জাতিক স্তরের বিমান পরিষেবা চালানোর চেষ্টা করতে হবে যাতে ভারত গর্বিত হতে পারে।

তিনি বলেছিলেন, মহারাজার (এয়ার ইন্ডিয়ার লোগো) প্রত্যাবর্তন জেআরডি টাটার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হবে যিনি ভারতে প্রথম বিমান পরিষেবা শুরু করেছিলেন।

কম্পিউটারের দুনিয়ায় প্রবেশ

এর আগে, ভারত সরকার টাটা গ্রুপের প্রধান জেআরডি টাটাকে এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানের পদ দিয়েছিল। তিনি ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। এরপর ভারত সরকারের কর্মকর্তারা সেই পদ দখল করতে শুরু করেন।

পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রেখে ১৯৬৮ সালে এমন একটি ব্যবসা শুরু করেন যা সেই সময়ে শুধুমাত্র উন্নত দেশগুলিতে প্রচলিত ছিল। এই ব্যবসা ছিল কম্পিউটারসম্পর্কিত।

'টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস' বা 'টিসিএস' নামক এই সংস্থাটি সারা বিশ্বে সফটওয়্যার সরবরাহ করে। বর্তমানে এটি টাটা গ্রুপের অন্যতম লাভজনক কোম্পানি। তার দূরের আত্মীয় রতন টাটা ১৯৯১ সালে কোম্পানির দায়িত্ব নেন এবং তার নেতৃত্বে টাটা সারা বিশ্বে তার ব্যবসা সম্প্রসারণ করে। টেটলি টি, এআইজি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, বোস্টনের রিৎজ কার্লটন, ডেউয়ের ভারী যানবাহন উৎপাদনের ইউনিট এবং কোরাস স্টিল ইউরোপের মতো সংস্থাগুলিকে টাটা কিনেছে।

টাটা গোষ্ঠীর সাফল্যের রহস্য

টাটা সন্স হল মূল বিনিযোগে হোল্ডিং কোম্পানি এবং টাটা কোম্পানিগুলির প্রবর্তক। টাটা সন্সের ৬৬ শতাংশ ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল এমন বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে, যাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে। আমরা টাটা কোম্পানি কর্পোরেট কমিউনিকেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। যদিও টাটা গোষ্ঠী এখনও কোম্পানির সম্পদের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি, তবে ৩১শে জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত, তারা তাদের সম্পদ ৩০ হাজার কোটি ডলার বলে ঘোষণা করেছিল এবং জানিয়েছিল সারা বিশ্বে তাদের দশ লক্ষেরও বেশি কর্মী রয়েছেন।

কোম্পানির তথ্য অনুযায়ী, টাটা এঃটারপ্রাইজ নিজেদের পরিচালনা পর্ষদের নেতৃত্বে এবং তত্ত্বাবধানে স্বাধীনভাবে কাজ করে।

টাটার অসাধারণ সাফল্য সম্পর্কে আমরা অর্থনৈতিক বিশ্লেষক শঙ্কর আইয়ারের সাথে কথা বলেছিলাম।

তিনি বলেন, আম্বানি বা আদানির নাম (প্রকাশ্যে) আসে কারণ তাদের সংস্থাগুলি ব্যক্তিগত। টাটা বিভিন্ন সংস্থার একটি গোষ্ঠী এবং একটি ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হয়। তাই এই সংস্থাকে নিয়ে সেভাবে আলোচনা করা হয় না।

ফোনে কথা বলার সময়, তিনি জানিয়েছিলেন যে কর্পোরেট জগতে এই ধরনের তুলনা তিনি সঠিক বলে মনে না করলেও ভারতে অনেক বিষয়ে টাটা গোষ্ঠীর মর্যাদা 'মায়ের' মতো।

জিই ইন্ডিয়ার অ্যালস্টম ইন্ডিয়া'র প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বর্তমানে হয়সাং ইন্ডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাগেশ তিলওয়ানি বিবিসির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, টাটার বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল এর নৈতিক, ন্যায়যুক্ত এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থা যা কর্মীদের সঙ্গে একটি শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করে।

টাটা গোষ্ঠীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। মি তিলওয়ানির মতে, মূলধন বিনিযোগের প্রতি টাটার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টি এবং কৌশল রয়েছে, যার উপযুক্ত উদাহরণ হল স্টারবাকস, ক্রোমা কনসেপ্ট এবং জাগুয়ার ব্র্যান্ড ইত্যাদি কেনা।

তারা একটি 'ননসেন্স' বিষয় এড়িয়ে চলে এবং কোনো ধুমধাম ছাড়াই শান্তভাবে এবং সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করে, বলেছেন মি তিলওয়ানি।

তার মতে টাটা গোষ্ঠী তাদের কর্পোরেট সোশ্যাল রেশপন্সিবিলিটির কথা মাথায় রেখে 'ব্র্যান্ড পজিশনিং' করেছে। তিনি বলেছেন, এই কারণে, সারা দেশে ভোক্তারা তাদের সঙ্গে যুক্ত এবং তারা নিরাপদ বোধ করেন। তাদের কাছে এই ব্র্যান্ডটি বিশ্বস্ত এবং সৎ।

আবেগপ্রবণ এবং অনুপযুক্ত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত এড়ানো, ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রাখতে পোর্টফোলিও পরিবর্তন করা এবং অত্যন্ত স্পষ্ট পরিচালন পদ্ধতি কিন্তু এই শিল্প গোষ্ঠীর উত্তরোত্তর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

সংস্থাটির একটি কার্যকর 'সাপ্লাই চেন সিস্টেম' রয়েছে এবং তারা কর্মীদের কল্যাণের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখে।

টাটা পাওয়ারের নয়াদিল্লির প্রজেক্ট ম্যানেজার বিবেক নারায়ণ বলেন, প্রথম দিকে জাগুয়ার অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তকে বাজারে ভালো সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি, কিন্তু পরে তা বেশ সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

একইভাবে, সম্প্রতি টাটা গোষ্ঠী ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসকে আবার অধিগ্রহণ করেছে কিন্তু তার দিক ও গতির রূপরেখা দেওয়া কঠিন।

বিবেক নারায়ণ জানিয়েছেন টাটার সাফল্যের গ্যারান্টি হল এর বৈচিত্র্য। এই শিল্প গোষ্ঠী যে ক্ষেত্রেই কাজ করুক না কেন তারা ইতিবাচক পরিবেশ আনার চেষ্টা করে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
29-02-2024

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

'রোজার আগে বাড়ছে গ্যাস বিদ্যুতের দাম'

ঢাকা ঃ বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়া প্রসঙ্গে মানবজমিনের প্রধান শিরোনাম, 'রোজার আগে বাড়ছে গ্যাস বিদ্যুতের দাম'। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, রমজানের আগেই বিদ্যুতের দাম বাড়ছে। সেইসাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত গ্যাসের দামও বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি সর্বনিম্ন ৩৪ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ ৭০ পয়সা বাড়ার কথা জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। এই হিসাবে বিদ্যুতের দাম গড়ে ইউনিট প্রতি ৫২ পয়সা করে বাড়বে। শতকরা হিসাবে তা ছয় শতাংশের মতো। বিদ্যুতের নতুন দাম মার্চ মাস থেকে কার্যকর হবে। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে জ্বালানি তেলেও মূল্য সমন্বয়ের কথা জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী। বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের যে দাম তাতে দেশের বাজারে দাম আরও কমার কথা বলে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তবে সরকারের তরফে বলা হচ্ছে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় দেশের বাজারে তেলের দাম আরও বেশি হওয়ার কথা। প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ভর্তুকি তুলে দিতে চায় সরকার। এ কারণে পর্যায়ক্রমে আগামী তিন বছর ধরে মূল্য সমন্বয় করা হবে। বিদ্যুৎ খাত নিয়ে প্রথম আলোর প্রথম পাতার খবর, 'ব্যয় তিন গুণ তবু কেনা হয় তেলভিত্তিক কেন্দ্রের বিদ্যুৎ'। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, তেল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় অন্য জ্বালানির তুলনায় তিন গুণের বেশি তবুও সারা বছরই তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে সরকার।

ভারত সরে আসার পর যে প্রকল্পে পাকিস্তানের হাত ধরেছে ইরান

তেহরান ঃ ইরান থেকে পাকিস্তানে গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের বিষয়ে সম্প্রতি একটা বড় অগ্রগতি হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে পাকিস্তান সরকারের জ্বালানি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি ইরানের সীমান্ত থেকে বেলুচিস্তানের উপকূলীয় শহর গোয়াদর পর্যন্ত পাইপলাইন বসানোর প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে।

এই গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের বিষয়ে পাকিস্তানের অনুমোদন দুই দেশের সম্পর্কের নিরিখে খুব উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে পাকিস্তানে হামলা চালিয়েছিল। সেই আক্রমণকে ঘিরে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েনও চলতে থাকে।

জবাবে পাকিস্তানও ইরানে পাল্টা আক্রমণ চালায়।

পাকিস্তানের পাল্টা হামলার পর দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা হয়। এর পর অবশ্য দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন কিছুটা কমে।

ইরান-পাকিস্তান গ্যাস পাইপ লাইনের প্রকল্প কিন্তু পুরনো। পাকিস্তান পিপলস পার্টির সরকারের শেষের দিকে ২০১৩ সালে ইরান সফরে গিয়ে পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারি এর উদ্বোধন করেছিলেন।

তবে এরপর এই প্রকল্পে তেমন কোনও কাজ হয়নি।

পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ) এবং পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের আমলে এই প্রকল্পে কোনও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।

পরে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এই প্রকল্পের জন্য ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এক বছরেরও বেশি সময় পর জ্বালানি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি এই গ্যাস প্রকল্পের একটা অংশের অনুমোদন দেয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে গ্যাস প্রকল্পটার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর কারণ হিসাবে জানানো হয়েছিল ইরানের উপরে থাকা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা।

যাই হোক, এখন পাকিস্তান পাইপলাইন স্থাপনের বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে, যাতে এই প্রকল্পে কাজ না করার জন্য ইরান আন্তর্জাতিক সংস্থা মারফত পাকিস্তানের উপর যে সম্ভাব্য জরিমানা বসাতে পারে সেটা এড়ানো যায়।

পাকিস্তানের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জি এ সাবরি এই প্রকল্পে কাজ করেছেন।

তিনি বিবিসিকে বলেন, ১৯৯০-এর দশকে বেনজির ভুট্টোর আমলে এই প্রকল্পের কথা ভাবা হয়েছিল। এর আগে প্রকল্পটি ছিল ইরান-পাকিস্তান-ভারত গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প।

পরে ভারত এই প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসে। এর কারণ নিরাপত্তা জনিত সমস্যা বলে জানা গিয়েছিল। তবে এটি আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় থাকায় বিষয়টা তেমন বড় ছিল না। আসলে ভারত চেয়েছিল পাকিস্তান প্রথমে ইরান থেকে গ্যাসের দাম নির্ধারণ করুক এবং পরে তা নিয়ে কাজ করা হবে। যদিও সেটা কিন্তু হয়নি। এরপরই এই প্রকল্পে যোগ দিতে অস্বীকার করে ভারত।

ইসলামাবাদ-ভিত্তিক প্রবীণ সাংবাদিক খালিক কায়ানি দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্প নিয়ে প্রতিবেদন করছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির সঙ্গে এই প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইরান সফরে যাওয়া প্রতিনিধি দলের অংশ ছিলেন তিনি।

খালিক কায়ানি বিবিসিকে বলেন, এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনা প্রথম শুরু হয় ১৯৯০-এর দশকে আর ২০০০ সালের পর প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ২০১৩ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জারদারি এবং ইরানের তখনকার রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমাদিনেজাদ এটির উদ্বোধন করেছিলেন।

খালিক কায়ানি বলেন, ভারত বুঝতে পেরেছিল যে গ্যাস সরবরাহ পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে হবে, যা তারা (পাকিস্তান) যে কোনও সময় বন্ধ করতে পারে। তাই এই প্রকল্প থেকে ভারত বেরিয়ে আসে। পরে এই প্রকল্প ইরান-পাকিস্তান গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প হিসাবে থেকে যায়।

মি কায়ানি জানিয়েছেন, যে সময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তারা ততদিনে ইরান এই পাইপলাইনের বেশির ভাগ অংশ তৈরি করে ফেলেছিল। বাকি ছিল পাকিস্তান সীমান্ত থেকে ৭০-৮০ কিলোমিটার এলাকায় কাজটুকু।

কেন এই পরিকল্পনা থেমে যায়?

সে সময়, অর্থাৎ ২০১৩ সালের মার্চ মাসে দুই দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতির তরফে এই প্রকল্পের উদ্বোধনের পর কাজ সেভাবে এগোয়নি।

জিএ সাবরি বলেন, এই প্রকল্পের কাজ বাধাগ্রস্ত হওয়ার একটা বড় কারণ ছিল ইরানের ওপর আরোপ করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা। তবে একথাও ঠিক যে অন্য কয়েকটা দেশ চায়নি যে এই কাজটা হোক।

সেই সমস্ত দেশ পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গ্যাস ও তেল প্রকল্পে বাধা সৃষ্টি করে এসেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

খালিক কায়ানি জানিয়েছেন, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ) ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের আমলে এই প্রকল্পে কোনও অগ্রগতি হয়নি।

এর কারণ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য ওই দুই সরকারের নীতি। যুক্তরাষ্ট্র এই গ্যাস লাইন প্রকল্প নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল।

মি কায়ানি বলেন, ইরানের ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে সে দেশের তেল এবং গ্যাস রফতানির উপরেও বাধা রয়েছে। এই প্রকল্পে যে সংস্থা কাজ করে নিষেধাজ্ঞার প্রভাব তাদের উপরেও পড়তে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তান সরকারের একটি ক্যাবিনেট কমিটিও এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনি সংস্থা 'উইলকি ফর অ্যান্ড গ্যালাহারের' কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিল।

ইরানের সঙ্গে এই প্রকল্পে কাজ করা কোম্পানি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারে সে কথা জানিয়েছিল ওই সংস্থা।

পাকিস্তান-ইরানের উত্তেজনার পরও কীভাবে শুরু হল কাজ?

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন দেখা দেয়। ইরান ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় পাকিস্তানে। ইরানের অবশ্য দাবি ছিল,এস হামলার নিশানা ছিল সন্ত্রাসবাদীরা।

ইরানের হামলার জবাবে পাকিস্তানও ইরানে পাল্টা আক্রমণ চালায়।

উভয় পক্ষের হামলার পর কূটনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধান হলেও এই টানাপোড়েনের এক মাস পর দুই দেশের মধ্যে গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পে পাকিস্তানের অনুমোদন কিন্তু বেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

খালিক কায়ানি বলছেন, এই অনুমোদন হঠাৎ করে দেওয়া হয়নি। বেশ কিছু সময় ধরে এ নিয়ে কাজ চলছিল।

যেহেতু ইরানের উপরে থাকা নিষেধাজ্ঞার কারণে যে সংস্থা এই প্রকল্পে কাজ করবে তাদের নিষিদ্ধ করা হতে পারে, তাই এখন এই কাজ করবে 'ইন্টার স্টেট গ্যাস সিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি'। এই সংস্থা পাকিস্তানের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

সাংবাদিক খালিক কায়ানি জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক স্তরের কাজের কোনও অভিজ্ঞতা নেই 'ইন্টার স্টেট গ্যাস সিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি'র। বাইরে থেকে কোনও পণ্যের অর্ডার ওই সংস্থা দিচ্ছে না।

এখনও হাতেনাতে কোনও কাজ শুরু হয়নি। হয়তো এই কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে।

গ্যাস পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ধার্য ৫০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে কাজ শুরু হবে।

মি কায়ানি জানিয়েছেন, ইরান সীমান্ত থেকে গোয়াদর পর্যন্ত যে গ্যাস পাইপলাইন বসানো হবে তাতে আনুমানিক ব্যয় হবে ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৪ হাজার ৪০০ কোটি পাকিস্তানি টাকা। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, পাকিস্তান এই প্রকল্পে কাজ না করলে ইরান আন্তর্জাতিক সালিশি কাউন্সিলে যেতে পারত, যার ফলে পাকিস্তানের জরিমানাও হতে পারত।

বিলম্বের কারণে ইরান এখনও ওই কাউন্সিলের দ্বারস্থ না হলেও যে কোনও সময়ে তারা ওই পদক্ষেপ নিতে পারে বলে জানিয়েছেন মি কায়ানি। এই জটিলতা এড়াতেই পাকিস্তান পাইপলাইন বসানোর অনুমোদন দিয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পাকিস্তানকে গ্যাস সরবারহের প্রশ্নে জিএ সাবরি বলেন, এই প্রকল্প নিয়ে যখন প্রাথমিক কাজ করা হয়, তখন প্রতিদিন একশো কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবারহের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ভারত এই প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসার পর ওই পরিমাণ কমে যায়।

মি কায়ানি বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় পাকিস্তানে ৭৫০ এমএমসিএফডি (মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফুট পার ডে) গ্যাস পাওয়া যাবে।

তিনি বলছিলেন, ইরান থেকে গোয়াদারে যে গ্যাস পৌঁছবে তা প্রযোজনের অতিরিক্ত।কারণ গোয়াদারে গার্হস্থ্য ও শিল্প গ্যাসের প্রযোজনীয়তা ১০০ এমএমএফডি অতিক্রম করতে পারে না।

তাই উদ্বৃত্ত গ্যাস দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হবে। গোয়াদর থেকে গ্যাস দক্ষিণ-উত্তর পাইপলাইনে নিয়ে আসা হবে। রাশিয়ার সহায়তায় ওই পাইপলাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। সেই কাজের গতিও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

মি সাবরি বলেন, সরবরাহ করা গ্যাস গ্রাহকদের জন্য আমদানি করা এলএনজির চেয়ে ৩০-৪০ শতাংশ সস্তা হলে তবেই তা স্থানীয় মানুষদের জন্য আর্থিক ভাবে লাভজনক হবে।

তিনি জানিয়েছেন, প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ করা এই গ্যাস স্থানীয় ভাবে উত্তোলন করা গ্যাসের চেয়ে ব্যয়বহুল হবে। কারণ স্থানীয় গ্যাস উত্তোলন করা হয় পুরনো গ্যাসক্ষেত্র থেকে, যাতে তুলনায় খরচ কম।

মি কায়ানি বলেন, প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ করা গ্যাসের দর আন্তর্জাতিক স্তরে ব্রেন্ট অয়েলের (অপরিশোধিত ব্রেন্ট তেল) দামের সাথে যুক্ত।

তবে এটি বিদেশ থেকে আমদানি করা এলএনজির চেয়ে সস্তা হলেও দেশে উৎপাদিত স্থানীয় গ্যাসের চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল হবে।

তিনি বলেন, প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এই গ্যাসের দাম নিয়ে নতুন ভাবে আলোচনা করা হবে।

এ বিষয়ে কাজ করা ইন্টার স্টেট গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বিবিসির লিখিত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য সময় চায়। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে প্রকল্পের বিষয়ে কোনও তথ্য দেওয়ার একটি 'আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া' রয়েছে।

মহাকাশে যাওয়ার জন্য যেভাবে তৈরি হচ্ছেন চার ভারতীয়

নয়া দিল্লি ঃ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে পা ফেলেছে ভারত, যান পাঠিয়েছে সূর্যের দিকে আর এবার সম্পূর্ণভাবে দেশেই তৈরি মহাকাশযানে চেপে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন চার ভারতীয়। দক্ষিণ ভারতের কেরালায় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার একটি ইউনিটে চলছে তাদের কঠোর প্রশিক্ষণ। এর আগে ১৩ মাস তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে রাশিয়ায়।

যদি এই মহাকাশ অভিযান সফল হয়, তাহলে ভারত হবে চতুর্থ দেশ, যারা নিজেদের তৈরি মহাকাশযানে করে মহাকাশে মানুষ পাঠাতে পেরেছে। এর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন এভাবে মহাকাশে মানুষ পাঠিয়েছে। যদিও চার দশক আগে প্রথমবার কোনও ভারতীয় মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন। তবে সেই মহাকাশচারী, রাকেশ শর্মা, গিয়েছিলেন রাশিয়ার যানে চেপে। কিন্তু এবার মহাকাশ যাত্রা হবে ভারতের নিজেদের যানে।

ভারতের এই মহাকাশ অভিযানের নাম 'গগনযান'।

তবে মনুষ্যবাহী মহাকাশযানেরও আগে একটি রোবট পাঠাবে ভারত। এই রোবটটিকে নারী হিসাবে গড়া হয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্যোম-মিত্রা'।

ব্যোম একটি সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ মহাকাশ। 'ব্যোম-মিত্রা' মহাকাশে যাবে এ বছরই, আর ২০২৫ সালে রওনা হবেন তিন মহাকাশচারী।

কারা এই মহাকাশচারী?

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চার মহাকাশচারীর পরিচয় প্রকাশ করেছেন। এরা চারজনই ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাইলট।

এই চার অফিসার হলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত বালাকৃষ্ণন নায়ার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজিত কৃষ্ণন, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ এবং উইং কমান্ডার শুভাংশু শুক্লা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরোর প্রধান এস সোমনাথ ওই চার মহাকাশচারীর জামায় ব্যাজ লাগিয়ে দেন।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন নায়ার ন্যাশানাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি ও এয়ার ফোর্স অ্যাকাডেমি থেকে পাশ করে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে কমিশন্ড হন ১৯৯৮ সালে। বর্তমানে তিনি বিমান চালনা প্রশিক্ষক এবং একজন 'টেস্ট পাইলট' তবে সুকোই, মিগ, হক ইত্যাদি নানা ধরনের বিমান চালিয়েছেন তিনি।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজিত কৃষ্ণান ও ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির প্রাক্তন ছাত্র। তিনি বিমান বাহিনীতে যোগ দেন ২০০৩সালে। প্রায় ২৯০০ ঘণ্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা আছে মি. কৃষ্ণানের। জাগুয়ার, ডর্নিয়র, নানা মডেলের মিগ, সুকোই, এএন-৩২-র মতো নানা ধরনের বিমান চালিয়েছেন বর্তমান প্রশিক্ষক ও টেস্ট পাইলট মি. কৃষ্ণান। গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপও প্রথম দুজনের মতো এখন প্রশিক্ষক ও টেস্ট পাইলট। তার বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা ২০০০ ঘণ্টার, যার মধ্যে হক, ডর্নিয়র, এএন-৩২, সুকোই এবং নানা ধরনের মিগ বিমান রয়েছে।

চারজনের মধ্যে সব থেকে বয়স কম উইং কমান্ডার শুভাংশু শুক্লার। বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমান বিভাগে তিনি যোগ দেন ২০০৬ সালে। তার বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা ২০০০ ঘণ্টার। তিনিও বাকি তিনজনের মতোই সুকোই, মিগ ছাড়াও জাগুয়ার, ডর্নিয়র এবং এএন-৩২ বিমান চালিয়েছেন।

এই অভিযানে তিন মহাকাশচারীকে নিয়ে গগনযান ৪০০ কিলোমিটার দূরের একটি কক্ষপথে পাঠানো হবে। তাদের তিন দিন পরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে।

কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, বিমানবাহিনীর একদল পাইলটের মধ্যে থেকে এই চারজনকে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

কঠোর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে সবাইকে।

প্রাথমিক ভাবে রাশিয়ায় ১৩ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এই মহাকাশচারীরা। তার পরে এখনও চলছে কঠোর প্রশিক্ষণ।

মহাকাশচারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠানে একটি ভিডিও দেখানো হয়, যাতে ওই মহাকাশচারীদের প্রশিক্ষণের কিছু কিছু মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে। তাদের রোজকার রুটিনের মধ্যে রয়েছে জিম, সাঁতার আর যোগব্যায়াম।

গত বছর অক্টোবরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মহাকাশযানটিতে কোনও ত্রুটি দেখা দিলে মহাকাশচারীরা নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

গগনযান প্রকল্পটির জন্য ৯০ হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। পরবর্তী মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনাও ঘোষণা করেছে ভারত। জানানো হয়েছে যে ২০৩৫ সালে তারা মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ করবে আর ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠাবে।

এর আগে, ১৯৮৪ সালে প্রথমবার কোনও ভারতীয় মহাকাশে গিয়েছিলেন। তিনিও বিমান বাহিনীরই পাইলট ছিলেন।

সেই মহাকাশচারী, রাকেশ শর্মা ১৯৭১ এর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধেও যোগ দিয়েছিলেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে বিমান বাহিনীতে যোগ দেওয়া রাকেশ শর্মা যখন ৭১-এর যুদ্ধে ২১টি অভিযানে অংশ নিচ্ছেন, তখন তারা ২৩ বছর বয়স পূর্ণ হয় নি। আর যখন মহাকাশে গেলেন, তখন তার বয়স ৩৫।

তিনি প্রথম ভারতীয় এবং বিশ্বের ১২৮ তম মানব, যিনি মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিলেন।

সেসময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। বেশ ক্ষীণ একটা স্যাটেলাইট সংযোগের মাধ্যমে মি. শর্মার সঙ্গে কথা বলেছিলেন মিসেস গান্ধী। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মহাকাশ থেকে ভারতকে কেমন দেখতে লাগে? জবাবে রাকেশ শর্মা বলেছিলেন 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা'।